NAHWA EDITIONS · NE-004 · ১০ অধ্যায়

আমল নষ্টের কারণ

নিয়ত, আমল, মানুষের হক ও তাওবা নিয়ে দশটি অধ্যায়।

পাঠ সংস্করণ R1 · স্বাধীন পর্যালোচনা চলমান

সংরক্ষিত v0.9.5 মূলপাঠ ও v0.9.7 বাংলা ফন্ট সংশোধিত সংস্করণ থেকে বইয়ের মতো অনুচ্ছেদ ও পৃষ্ঠাবিন্যাসে সাজানো হয়েছে। মূল আলোচনা, আরবি পাঠ, সূত্র এবং সম্পাদকীয় সতর্কতা রাখা হয়েছে। এটি স্বতন্ত্র আলেম, ইতিহাসবিশেষজ্ঞ বা স্বাস্থ্যবিশেষজ্ঞের চূড়ান্ত অনুমোদনের দাবি নয়। প্রয়োজনীয় সতর্কতা সংশ্লিষ্ট অধ্যায়ের সঙ্গে পড়ুন। PDF থেকে বাংলা কপি করার ফল viewer অনুযায়ী বদলাতে পারে।

সূচিপত্র ১০টি অধ্যায়

১ রিয়া | মানুষ দেখানোর জন্য আমল

২ উজব | নিজের আমল দেখে নিজেই মুগ্ধ হওয়া

৩ দান করে খোঁটা ও কষ্ট দেওয়া

৪ হারাম উপার্জন থেকে দান

৫ মানুষের হক নষ্ট করে ইবাদত

৬ ফরজ অবহেলা করে নফল আমল

৭ গোপন গুনাহকে হালকা মনে করা

৮ তাওবা বারবার পিছিয়ে দেওয়া

৯ বারবার গুনাহ করে তাওবা থেকে নিরাশ হওয়া

১০ গুনাহ ছেড়েও তার পথ খোলা রাখা

সূত্রতালিকা

অধ্যায় ০১

রিয়া | মানুষ দেখানোর জন্য আমল

মূল প্রকাশনা · সূত্রতালিকা

একজন মানুষ নামাজ পড়ে, কুরআন তিলাওয়াত করে, দান করে, ইসলামিক পোস্ট দেয়, ভালো কথা বলে। বাইরে থেকে দেখলে সবই সুন্দর। কিন্তু প্রশ্ন হলো, সে এগুলো কার জন্য করছে? আল্লাহর জন্য, নাকি মানুষের চোখে ভালো হওয়ার জন্য?

সমস্যাটা এখানেই। অনেক সময় আমল নষ্ট হয় আমলের অভাবে নয়, নিয়তের বিকৃতিতে। মানুষ ভাবে, “আমি তো খারাপ কিছু করছি না।” কিন্তু ভেতরে ভেতরে সে চায় মানুষ তাকে দ্বীনদার বলুক, পরহেযগার বলুক, ভালো বলুক, প্রশংসা করুক। তখন আমলটা আর শুধুই আল্লাহর জন্য থাকে না।

রিয়া খুব সূক্ষ্ম রোগ। এটা সবসময় বড় ঘোষণার মাধ্যমে আসে না। অনেক সময় এটা আসে ছোট ছোট অনুভূতিতে। কেউ না জানলে মন খারাপ হওয়া, প্রশংসা পেলে উৎসাহ বেড়ে যাওয়া, মানুষ দেখছে জেনে আমলটা আরেকটু সুন্দর করে করা, লুকিয়ে ইবাদত করতে কষ্ট হওয়া, এসবও রিয়ার লক্ষণ হতে পারে। আল্লাহ তাআলা বলেন, “অতএব দুর্ভোগ সেই সালাত আদায়কারীদের জন্য, যারা তাদের সালাত সম্পর্কে উদাসীন, যারা লোক দেখানোর জন্য কাজ করে।” সূরা আল মাউন, আয়াত ৪ থেকে ৬

ভেবে দেখুন, এখানে যারা নামাজই পড়ছে তাদের কথাই বলা হচ্ছে। অর্থাৎ শুধু আমল করলেই যথেষ্ট নয়; সেই আমলের ভেতরের সত্যটাও গুরুত্বপূর্ণ। আরেক জায়গায় আল্লাহ তাআলা বলেন, “তাদেরকে তো কেবল এই নির্দেশই দেওয়া হয়েছিল যে, তারা যেন একনিষ্ঠভাবে আল্লাহরই ইবাদত করে।” সূরা আল বাইয়্যিনাহ, আয়াত ৫ অর্থাৎ ইখলাস ছাড়া আমলের আসল রূহই থাকে না। হাদিসে কুদসিতে এসেছে, আল্লাহ তাআলা বলেন, “আমি শরিকদের শিরক থেকে সবচেয়ে অমুখাপেক্ষী। যে ব্যক্তি কোনো আমলে আমার সাথে অন্য কাউকে শরিক করে, আমি তাকে এবং তার শিরককে পরিত্যাগ করি।” সহিহ মুসলিম, ২৯৮৫

আর রাসূলুল্লাহ ﷺ উম্মতের জন্য যে বিষয়গুলোর ব্যাপারে খুব ভয় করতেন, তার একটি ছিল ছোট শিরক, অর্থাৎ রিয়া। (মুসনাদ আহমাদ, ২৩৬৩০; HadeethEnc-এর গ্রেডিং: হাসান।) কারণ এই রোগ মানুষকে বাইরে ভালো রেখে ভেতর থেকে ধ্বংস করে দেয়।

রিয়ার সবচেয়ে বড় ক্ষতি হলো, এটা মানুষকে আল্লাহর দৃষ্টি থেকে সরিয়ে মানুষের দৃষ্টির বন্দী বানিয়ে ফেলে। তখন সে দেখে, কে আমাকে দেখছে, কে কী ভাবছে, কে আমাকে কেমন মূল্যায়ন করছে। অথচ একজন মুমিনের সবচেয়ে বড় চিন্তা হওয়ার কথা ছিল, আল্লাহ কি আমার আমল কবুল করবেন?

অনেকেই মনে করেন, “আমি তো ইসলামিক কাজ করি, তাই আল্লাহ নিশ্চয়ই খুশি।” কিন্তু প্রশ্ন হলো, ইসলামিক কাজ করাটাই সব না। সেই কাজের ভেতরে ইখলাস আছে কি না, সেটাই বড় কথা। এমনও হতে পারে, অল্প আমল কিন্তু খুব ইখলাসের সাথে করা, তা আল্লাহর কাছে অনেক প্রিয়। আবার বাহ্যিকভাবে বড় আমল, কিন্তু তার পেছনে মানুষের প্রশংসা পাওয়ার লোভ, তা শূন্য হয়ে যেতে পারে। নিজেকে যাচাই করার জন্য কয়েকটি প্রশ্ন করতে পারেন: আমি কি এমন আমলও করি, যা মানুষ জানে না? মানুষ না দেখলে কি আমার ইবাদতের আগ্রহ কমে যায়? প্রশংসা না পেলে কি মন ভেঙে যায়?

মানুষের সামনে আমি যেমন, একান্তে কি আমি তেমনই? এই প্রশ্নগুলো কষ্টদায়ক। কিন্তু এই কষ্টই দরকার। কারণ আত্মপ্রবঞ্চনা থেকে বের না হলে আমলের সৌন্দর্য গড়ে ওঠে না। রিয়ার চিকিৎসা কী? প্রথমত, বারবার নিয়ত ঠিক করা। দ্বিতীয়ত, কিছু আমল একেবারে গোপনে করা। তৃতীয়ত, মানুষের প্রশংসাকে ভয় করা এবং আল্লাহর কবুলিয়াতকে বেশি মূল্য দেওয়া। চতুর্থত, নিজের দুর্বলতা মনে রাখা, যাতে মানুষ যা ই বলুক, আমরা জানি আমাদের আসল অবস্থা আল্লাহর কাছেই প্রকাশিত।

আমাদের মনে রাখতে হবে, কিয়ামতের দিন মানুষ কী বলেছিল তা কাজে আসবে না। তখন একটাই প্রশ্ন হবে, আমার আমল কি সত্যিই আল্লাহর জন্য ছিল? আল্লাহ আমাদের অন্তরকে রিয়া থেকে হেফাজত করুন, ইখলাস দান করুন, এবং আমাদের সামান্য আমলও তাঁর কাছে কবুল করে নিন। আমিন।

অধ্যায় ০২

উজব | নিজের আমল দেখে নিজেই মুগ্ধ হওয়া

মূল প্রকাশনা · সূত্রতালিকা

রিয়া চায় মানুষ আমার আমল দেখুক। কিন্তু উজবের জন্য দর্শকও প্রয়োজন হয় না। মানুষ একা বসেই নিজের নামাজ, পর্দা, দান, ত্যাগ, জ্ঞান কিংবা দ্বীনি কাজ দেখে ভেতরে ভেতরে মুগ্ধ হতে পারে। মনে হতে পারে: “আমি তো অন্যদের চেয়ে অনেক ভালো।” “আমার মতো নিয়মিত আমল সবাই করতে পারে না।” “এত কাজ আমি না করলে কে করত?” “আলহামদুলিল্লাহ, অন্তত আমি তো ওদের মতো নই।”

বাক্যগুলো মুখে বলা না হলেও অন্তরে জন্ম নিতে পারে। আর তখন ভালো আমলটি আল্লাহর নৈকট্যের পথ না হয়ে নফসকে বড় করার খাদ্যে পরিণত হয়। এটাই উজব, নিজের ভালোত্ব, যোগ্যতা বা আমল দেখে এমনভাবে মুগ্ধ হওয়া, যেন এর মূল কৃতিত্ব নিজের; যেন আল্লাহর তাওফিক, দয়া ও আড়াল করে রাখা অসংখ্য দুর্বলতার কোনো ভূমিকা নেই। তবে ভারসাম্যটা আগে বুঝে নেওয়া দরকার।

কোনো ভালো আমল করতে পেরে আনন্দিত হওয়া সবসময় উজব নয়। নামাজ ঠিক হওয়ায় আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করা, একটি গুনাহ ছাড়তে পেরে স্বস্তি পাওয়া কিংবা উপকারী কাজ করতে পেরে খুশি হওয়া স্বাভাবিক এবং ভালো। রোগ শুরু হয় তখন, যখন আনন্দের কেন্দ্র হয়: “আল্লাহ আমাকে তাওফিক দিয়েছেন” নয়, বরং “আমি বেশ ভালো।” শুকরিয়া মানুষকে আল্লাহর সামনে নত করে। উজব মানুষকে নিজের চোখে বড় করে। আল্লাহ তাআলা বলেন:

فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ ۖ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَىٰ

“তোমরা নিজেদের পবিত্র বলে দাবি কোরো না। কে সত্যিকার তাকওয়াবান, তিনি তা সবচেয়ে ভালো জানেন।” সূরা আন নাজম, ৫৩:৩২ (আরবি ও বাংলা: আয়াতের অংশ, পূর্ণ আয়াত নয়) এই আয়াত নিজের সম্পর্কে ভালো ধারণা রাখাই নিষিদ্ধ করছে না। বরং সতর্ক করছে, নিজের তাকওয়া, পবিত্রতা ও অবস্থান নিয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে যেও না। কারণ মানুষ নিজের দৃশ্যমান আমল

জানে, কিন্তু আল্লাহ জানেন তার নিয়ত, গোপন দুর্বলতা, অদৃশ্য গুনাহ এবং আমলটি আদৌ কবুল হয়েছে কি না। আমরা একটি নামাজ পড়েছি, কিন্তু কতটুকু মনোযোগ ছিল? কিছু দান করেছি, কিন্তু নিয়ত কতটা বিশুদ্ধ ছিল?

কিছু দ্বীনি কাজ করেছি, কিন্তু মানুষের প্রশংসা কি ভেতরে ঢুকে পড়েছিল? কাউকে নসিহাহ করেছি, কিন্তু নিজের জীবন কি সেই কথার সঙ্গে মিলেছে? মানুষ সাধারণত নিজের আমলের সুন্দর অংশটুকু দেখে। আল্লাহ সম্পূর্ণ বাস্তবতা জানেন।

হুনাইনের দিনের ঘটনাতেও আল্লাহ তাআলা একটি গভীর শিক্ষা দিয়েছেন। মুসলিমদের বড় সংখ্যা তাদের মুগ্ধ করেছিল, কিন্তু সেই সংখ্যাই তাদের কোনো উপকার করতে পারেনি; আল্লাহর সাহায্য ছাড়া বাহ্যিক শক্তি যথেষ্ট হয়নি। (সূরা আত তাওবা, ৯:২৫; ভাবার্থ।) আমাদের ব্যক্তিগত জীবনেও একই শিক্ষা প্রযোজ্য। অনেক আমল আছে বলেই আমি নিরাপদ নই। অনেক জ্ঞান আছে বলেই আমি পথভ্রষ্ট হব না, এ নিশ্চয়তা নেই। অনেক মানুষ আমার দ্বারা উপকৃত হচ্ছে বলেই আমার আমল কবুল, এ সিদ্ধান্ত আমি দিতে পারি না। আমলের সংখ্যা, মানুষের প্রশংসা এবং নিজের অনুভূতি, কোনোটিই আল্লাহর কবুলিয়াতের চূড়ান্ত সনদ নয়।

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, কেউ তার আমলের জোরে জান্নাতে প্রবেশ করবে না; আল্লাহর রহমতই তাকে আচ্ছাদিত করবে। সাহাবিরা জিজ্ঞেস করেছিলেন, “আপনিও নয়?” তিনি বলেছিলেন, তিনিও নন, যদি না আল্লাহ তাঁকে রহমত দ্বারা আচ্ছাদিত করেন। (সহিহ বুখারি, ৫৬৭৩) এই হাদিস আমলের গুরুত্ব কমায় না। বরং আমল করার পরও মানুষকে বিনয়ী রাখে। আমরা আমল করব। সর্বোচ্চ চেষ্টা করব। গুনাহ থেকে বাঁচব। কিন্তু কখনো ভাবব না: “আমার আমল আমাকে বাঁচানোর জন্য যথেষ্ট।” আমল আমাদের দায়িত্ব। কবুলিয়াত আল্লাহর অনুগ্রহ। জান্নাত আল্লাহর রহমত। এই সত্য ভুলে গেলে মানুষ নিজের ইবাদতকে নিজের কৃতিত্বের স্মৃতিস্তম্ভ বানিয়ে ফেলে।

উজব কীভাবে বোঝা যায়?

প্রথম লক্ষণ হলো, অন্যের ভুল দেখলে নিজের ভালোত্ব মনে পড়ে। কারও নামাজে দুর্বলতা দেখলাম, মনে হলো, “আমি অন্তত নিয়মিত।” কারও পর্দায় ঘাটতি দেখলাম, মনে হলো, “আমার মতো হলে ভালো হতো।” কারও গুনাহ প্রকাশ পেল, মনে হলো, “আমি কখনো এমন করতাম না।”

দ্বিতীয় লক্ষণ, সংশোধন গ্রহণ করতে কষ্ট হয়। কারণ নিজের চোখে আমি ইতিমধ্যেই ভালো। কেউ ভুল ধরিয়ে দিলে মনে হয়, “সে আমাকে শেখাবে?” অথবা “আমার এত কাজ দেখেও শুধু ভুলটাই পেল?” তৃতীয় লক্ষণ, নিজের আমলের কথা মনে করতে ভালো লাগে; কিন্তু নিজের গোপন গুনাহ, অলসতা, নিয়তের ত্রুটি কিংবা মানুষের নষ্ট করা হক মনে করতে ইচ্ছা করে না।

চতুর্থ লক্ষণ, সফলতার কৃতিত্ব নিজের দিকে টেনে নেওয়া। মনে হয়, আমার মেধা, আমার পরিশ্রম, আমার পরিকল্পনা, আমার দাওয়াহ, আমার নেতৃত্ব। মুখে “আলহামদুলিল্লাহ” বললেও অন্তরের গল্পটি হয়: “আমি না থাকলে এটা হতো না।”

পঞ্চম লক্ষণ, নিজের ভবিষ্যৎ নিয়ে অস্বাভাবিক নিরাপত্তা। মনে হয়, এত আমল করেছি, আল্লাহ নিশ্চয়ই আমাকে ছেড়ে দেবেন না। অথচ একজন মুমিন ভালো আমল করে, আবার কবুল না হওয়ার ভয়ও রাখে।

উজবের সবচেয়ে ভয়ংকর ক্ষতি

উজব মানুষকে তাওবা থেকে দূরে সরায়। যে নিজেকে ভালো মনে করে, সে নিজের রোগ খোঁজে না। উজব নসিহাহর দরজা বন্ধ করে। যে নিজের জ্ঞান ও অবস্থান নিয়ে মুগ্ধ, সে সহজে কারও কথা শুনতে পারে না। উজব অন্যকে ছোট বানায়। কারণ নিজের উচ্চতা অনুভব করতে নফসের কাউকে নিচে প্রয়োজন হয়। উজব শুকরিয়া নষ্ট করে। কারণ মানুষ তাওফিককে আল্লাহর দান হিসেবে না দেখে নিজের অর্জন হিসেবে দেখতে শুরু করে। একবার ভাবুন, যে নামাজ নিয়ে আমি গর্ব করছি, সেই নামাজের শক্তি কে দিয়েছেন? যে কুরআন পড়ছি, তা শেখার সুযোগ কে দিয়েছেন? যে গুনাহ থেকে বেঁচে আছি, তার পরিবেশ, সামর্থ্য ও হিফাজত কে দিয়েছেন?

যে মানুষটির ভুল দেখে নিজেকে ভালো ভাবছি, আল্লাহ চাইলে আগামীকাল তার অন্তর আমার চেয়ে উত্তম করে দিতে পারেন। আর আমি যে অবস্থায় আছি, আল্লাহর সাহায্য ছাড়া এক মুহূর্তও কি সেখানে স্থির থাকতে পারব?

উজব থেকে বাঁচার কিছু বাস্তব উপায়

১. আমলের পর নিজের প্রশংসা নয়, আল্লাহর শুকরিয়া করুন।

বলুন, “আলহামদুলিল্লাহ, আল্লাহ আমাকে তাওফিক দিয়েছেন।” তাওফিক সরিয়ে নিলে আমলটিও থাকবে না।

২. আমলের পাশাপাশি নিজের ত্রুটি দেখুন।

আমি নামাজ পড়েছি, কিন্তু খুশু কেমন ছিল? দান করেছি, কিন্তু নিয়ত কেমন ছিল? নসিহাহ করেছি, নিজে কতটুকু পালন করি?

৩. কিছু আমল সম্পূর্ণ গোপন রাখুন।

যে আমলের কথা শুধু আপনি ও আল্লাহ জানেন, তা নফসের প্রদর্শনী এবং আত্মমুগ্ধতার সুযোগ কমায়।

৪. অন্যের শেষ পরিণতি সম্পর্কে সিদ্ধান্ত দেবেন না।

আজ যে দুর্বল, কাল সে তাওবা করে আল্লাহর প্রিয় হতে পারে। আর আজ যে আমলে এগিয়ে, সে ভবিষ্যতে কী অবস্থায় থাকবে, কেউ জানে না।

৫. আমল কবুল হওয়ার দোয়া করুন।

ইবাদত শেষ মানেই দায়িত্ব শেষ নয়। আমলের পরে কবুলিয়াতের জন্য ভয়, আশা ও দোয়া থাকা দরকার।

৬. তিনটি বাক্য বলার অভ্যাস করুন:

“আমি ভুল করতে পারি।” “আমি জানি না।” “আল্লাহর তাওফিক ছাড়া আমি কিছুই নই।” আজ নিজের দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করুন: আমি কি আমল করে আল্লাহর কাছে আরও বিনয়ী হচ্ছি, নাকি নিজের চোখে আরও বড় হচ্ছি? মানুষের ভুল আমাকে তার জন্য দোয়া করতে শেখায়, নাকি নিজের ভালোত্ব অনুভব করায়? কেউ আমার কাজের প্রশংসা না করলে কি আগ্রহ কমে যায়? আমার ভালো কাজগুলো মনে পড়ে বেশি, নাকি আল্লাহ যে অসংখ্য ত্রুটি ঢেকে রেখেছেন সেগুলো? আমল যত বড় হবে, বিনয় তত গভীর হওয়া উচিত।

আমল যদি মানুষকে নরম, কৃতজ্ঞ ও আল্লাহনির্ভর না করে; বরং কঠিন, আত্মতুষ্ট ও অন্যকে তুচ্ছকারী বানায়, তাহলে সেই আমলের ভেতরের অবস্থা নতুন করে পরীক্ষা করা প্রয়োজন। হে আল্লাহ, আমাদের ভালো আমলকে নফসের অহংকারের খাদ্য হতে দেবেন না। প্রতিটি ইবাদতের পরে আমাদের আরও বিনয়ী, কৃতজ্ঞ ও আপনার মুখাপেক্ষী করে দিন। নিজের আমল দেখে মুগ্ধ হওয়া থেকে রক্ষা করুন এবং আমাদের সব ভালো কাজকে একমাত্র আপনার অনুগ্রহ হিসেবে দেখার তাওফিক দিন। আমিন।

১. রিয়া চায় মানুষ দেখুক, উজবের জন্য মানুষও লাগে না।

২. শুকরিয়া বলে, “আল্লাহ তাওফিক দিয়েছেন”; উজব বলে, “আমি ভালো।”

৩. আমল বড় হলে বিনয়ও বড় হওয়া উচিত।

৪. নিজের ভালো কাজ দেখুন, কিন্তু নিজের ত্রুটি ভুলবেন না।

৫. আমল করেছি, কবুল হয়েছে কি না, সেটিই বড় প্রশ্ন।

🌿 উজব থেকে বাঁচার ৫টি Self-Check

১. প্রশংসা না পেলেও কি একই আমল করব?

২. অন্যের ভুলে দুঃখ পাই, নাকি নিজেকে বড় মনে হয়?

৩. সংশোধন শুনলে গ্রহণ করি, নাকি অপমান মনে হয়?

৪. সফলতার কৃতিত্ব আল্লাহকে দিই, নাকি নিজের যোগ্যতাকে?

৫. আমলের পর কবুলিয়াত চাই, নাকি নিশ্চিন্ত হয়ে যাই?

অধ্যায় ০৩

দান করে খোঁটা ও কষ্ট দেওয়া

মূল প্রকাশনা · সূত্রতালিকা

“আমি সাহায্য না করলে আজ তুমি কোথায় থাকতে?” “তোমার বিপদের সময় পাশে কে ছিল, ভুলে গেছ?” “এত কিছু করলাম, অথচ কৃতজ্ঞতাটুকুও নেই!” “আমার দেওয়া টাকাতেই তো তোমার কাজ হয়েছিল।” কথাগুলো হয়তো মিথ্যা নয়। সত্যিই আপনি সাহায্য করেছিলেন। বিপদের সময় টাকা দিয়েছিলেন, খাবার পৌঁছে দিয়েছিলেন, চিকিৎসার খরচ বহন করেছিলেন কিংবা কারও কঠিন সময়ে পাশে দাঁড়িয়েছিলেন। কিন্তু প্রশ্ন হলো: সাহায্য করার পর আপনি কি মানুষটির কষ্ট কমিয়েছিলেন, নাকি তাকে সারাজীবনের জন্য নিজের কাছে ঋণী বানিয়ে রেখেছিলেন?

দান করার মুহূর্তে হাতটি হয়তো উদার ছিল। কিন্তু পরে জিহ্বা যদি সেই দানকে অস্ত্র বানায়, তাহলে যে আমল আল্লাহর নৈকট্যের কারণ হওয়ার কথা ছিল, সেটিই একজন মানুষের অপমান ও কষ্টের কারণ হয়ে যেতে পারে। আর এখানেই নফসের সূক্ষ্ম পরীক্ষা।

নফস শুধু দিতে চায় না; অনেক সময় সে চায় মানুষ মনে রাখুক, কে দিয়েছে। সে চায় সাহায্যপ্রাপ্ত ব্যক্তি কৃতজ্ঞ থাকবে, আমার কথা মেনে চলবে, আমার সমালোচনা করবে না এবং প্রয়োজন হলে আমার উপকারের কথা সবার সামনে স্বীকার করবে।

এভাবে দান আর আল্লাহর জন্য থাকে না। দানটি ধীরে ধীরে মানুষের ওপর প্রভাব, কর্তৃত্ব ও মানসিক ঋণ তৈরির মাধ্যম হয়ে যায়। আল্লাহ তাআলা বলেন: “যারা আল্লাহর পথে নিজেদের সম্পদ ব্যয় করে, অতঃপর যা ব্যয় করেছে তার পেছনে খোঁটা ও কষ্ট দেয় না, তাদের প্রতিদান তাদের রবের কাছে রয়েছে।” সূরা আল বাকারা, ২:২৬২ পরের আয়াতে আল্লাহ আরও বলেন: “সুন্দর কথা ও ক্ষমা এমন দানের চেয়ে উত্তম, যার পর কষ্ট দেওয়া হয়।” সূরা আল বাকারা, ২:২৬৩ কী গভীর শিক্ষা!

কখনো কাউকে টাকা না দিয়েও সম্মানজনক কথা বলা উত্তম হতে পারে, যদি টাকা দেওয়ার পর তাকে অপমান, খোঁটা কিংবা মানসিক কষ্ট দেওয়া হয়। অর্থাৎ ইসলামে শুধু কত দিলাম সেটাই গুরুত্বপূর্ণ নয়। কীভাবে দিলাম, কেন দিলাম এবং দেওয়ার পরে মানুষটির সম্মান রক্ষা করলাম কি না, এগুলোও আমলের অংশ। এর পরেই আল্লাহ সরাসরি সতর্ক করেন: “হে ঈমানদারগণ! তোমরা খোঁটা ও কষ্ট দিয়ে তোমাদের দান নষ্ট কোরো না।” সূরা আল বাকারা, ২:২৬৪

ভাবুন, টাকা আপনার ছিল, সময় আপনার ছিল, পরিশ্রমও আপনার ছিল। কিন্তু একটি কথা, একটি অপমান অথবা বারবার উপকার মনে করিয়ে দেওয়া, সেই আমলটিকে নষ্ট করে দিতে পারে। আমরা সাধারণত মনে করি দান নষ্ট হয় শুধু রিয়া বা হারাম অর্থের কারণে। কিন্তু কুরআন দেখাচ্ছে, দান করার পর প্রাপককে কষ্ট দেওয়াও দানের কবুলিয়াতকে ধ্বংস করতে পারে। খোঁটা সবসময় সরাসরি হয় না। কখনো মানুষের সামনে বলা হয়, “ওর কঠিন সময়ে আমিই সাহায্য করেছিলাম।” কখনো ঝগড়ার সময় পুরোনো উপকারের তালিকা বের করা হয়। কখনো সাহায্যপ্রাপ্ত ব্যক্তির কাছ থেকে বিশেষ সম্মান, আনুগত্য বা সুবিধা প্রত্যাশা করা হয়।

কখনো তার ব্যক্তিগত অভাবের কথা অন্যের কাছে গল্প হিসেবে বলা হয়। কখনো ছবি তুলে পোস্ট করা হয় এমনভাবে, যাতে সাহায্যপ্রাপ্ত মানুষের সম্মান ও গোপনীয়তা নষ্ট হয়। আবার কখনো মুখে কিছু বলা হয় না, কিন্তু ব্যবহার দিয়ে বোঝানো হয়, “তুমি আমার দয়ায় চলছ।” এসবের প্রতিটিতেই দানের ভেতরের সৌন্দর্য ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে।

রাসূলুল্লাহ ﷺ কঠোরভাবে সতর্ক করেছেন এমন ব্যক্তিকে, যে নিজের দেওয়া উপকার মানুষের সামনে বারবার উল্লেখ করে। সহিহ মুসলিম, ১০৬a-এর একটি হাদিসে এমন ব্যক্তিকে তাঁদের মধ্যে উল্লেখ করা হয়েছে, যাদের সঙ্গে কিয়ামতের দিন আল্লাহ কথা বলবেন না, তাদের দিকে রহমতের দৃষ্টিতে তাকাবেন না এবং তাদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি। এই সতর্কতা বুঝিয়ে দেয়, খোঁটা দেওয়া শুধু অসুন্দর আচরণ নয়; এটি অন্তরের ভয়ংকর রোগ। কারণ খোঁটার ভেতরে কয়েকটি জিনিস একসঙ্গে থাকতে পারে: আমি নিজেকে দাতা মনে করছি, অথচ প্রকৃত দাতা আল্লাহ। আমি মানুষের প্রয়োজনকে তার বিরুদ্ধে ব্যবহার করছি।

আমি আল্লাহর জন্য করা আমলের বিনিময় মানুষের কাছ থেকে চাইছি। আমি সাহায্যপ্রাপ্ত ব্যক্তির সম্মানকে নিজের উপকারের চেয়ে কম মূল্য দিচ্ছি। বাস্তবতা হলো, আপনি যা দিয়েছেন, সেটির মালিকও মূলত আপনি ছিলেন না। অর্থ, সামর্থ্য, সুযোগ এবং দান করার ইচ্ছা, সবই আল্লাহর দেওয়া।

আল্লাহ চাইলে সাহায্যের প্রয়োজন আপনারও হতে পারত। আর যাকে আপনি দিয়েছেন, আল্লাহ চাইলে তাঁর হাত দিয়েই আপনাকে দিতে পারতেন। তাহলে অহংকার কিসের? একজন মুমিন দান করার পর নিজেকে বড় মনে করে না। বরং তার অন্তরে ভয় থাকে: আমার নিয়ত কি বিশুদ্ধ ছিল? আমি কি মানুষটির সম্মান রক্ষা করেছি? আমি কি কোনো প্রতিদান আশা করেছি? আমার দান আদৌ কবুল হয়েছে?

নিজের আচরণ একটু পরীক্ষা করুন

দান বা সাহায্যের কথা কি ঝগড়ার সময় মনে করিয়ে দিই? সাহায্যপ্রাপ্ত মানুষ আমার কথা না শুনলে কি মনে হয়, “এত কিছু করার পরও!” কারও অভাবের কথা কি তার অনুমতি ছাড়া অন্যদের বলি? আমার দানের কারণে কি মানুষটি সম্মানিত অনুভব করে, নাকি ছোট ও ঋণী মনে করে? দান করার পর কি আমি তা ভুলে যাই, নাকি মনে মনে হিসাব রেখে দিই? এই প্রশ্নগুলোর উত্তর অস্বস্তিকর হতে পারে। কিন্তু আমল রক্ষা করার জন্য এই অস্বস্তি প্রয়োজন।

দানকে খোঁটা থেকে রক্ষা করার কিছু উপায়

প্রথমত, দেওয়ার আগে নিয়ত ঠিক করুন। নিজেকে বলুন, “আমি মানুষটির কাছ থেকে কোনো সম্মান বা প্রতিদান চাই না। আমার প্রতিদান আল্লাহর কাছে।” দ্বিতীয়ত, দান করার পর সেটি ভুলে যাওয়ার চেষ্টা করুন। নিজের ভালো কাজ মনে রাখার চেয়ে আল্লাহর নিয়ামত মনে রাখা নিরাপদ।

তৃতীয়ত, প্রাপকের গোপনীয়তা ও সম্মান রক্ষা করুন। প্রচার প্রয়োজন হলেও এমনভাবে করুন, যাতে দরিদ্র বা অসহায় মানুষের পরিচয়, মুখ কিংবা ব্যক্তিগত দুর্বলতা প্রদর্শিত না হয়। চতুর্থত, ঝগড়ার সময় কখনো পুরোনো সাহায্যকে অস্ত্র বানাবেন না। আপনি যে উপকারের কথা বলে তাকে আঘাত করলেন, সেই আঘাত আপনার আমলের চেয়েও দীর্ঘস্থায়ী হতে পারে।

পঞ্চমত, কৃতজ্ঞতা না পেলেও শান্ত থাকুন। আপনি যদি আল্লাহর জন্য দিয়ে থাকেন, তাহলে মানুষের ধন্যবাদ আপনার মূল পুরস্কার নয়। ষষ্ঠত, ভুল করে খোঁটা দিয়ে ফেললে আন্তরিকভাবে ক্ষমা চান। শুধু আল্লাহর কাছে ইস্তিগফার নয়; যাকে অপমান করেছেন, তার মনও ঠিক করার চেষ্টা করুন। মনে রাখবেন: দান শুধু কোনো জিনিস মানুষের হাতে পৌঁছে দেওয়া নয়। দান হলো তার সম্মান অক্ষুণ্ণ রেখে আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য দেওয়া। যে সাহায্য মানুষের পেট ভরায়, কিন্তু হৃদয় ভেঙে দেয়, সেই সাহায্যের ভেতরে বড় ঘাটতি থেকে যায়।

আর যে সাহায্য অল্প হলেও মানুষের সম্মান রক্ষা করে, কোনো প্রতিদান চায় না এবং পরে তা মনে করিয়ে দেয় না, সেই আমল আল্লাহর কাছে অনেক ভারী হতে পারে। আজ নিজেকে জিজ্ঞেস করুন: আমি কি কাউকে সাহায্য করেছিলাম, নাকি আমার কাছে তাকে আজীবন ঋণী করেছিলাম?

হে আল্লাহ, আমাদের দানকে খোঁটা, অপমান, রিয়া ও প্রতিদানের লোভ থেকে পবিত্র রাখুন। যাদের সাহায্য করি, তাদের সম্মান রক্ষার তাওফিক দিন। আমাদের দেওয়া প্রতিটি জিনিসকে একমাত্র আপনার জন্য কবুল করুন এবং আমাদের জিহ্বার কারণে আমাদের আমল নষ্ট হতে দেবেন না। আমিন।

১. সাহায্য করে মানুষকে ঋণী বানানো ইখলাস নয়।

২. সুন্দর কথা, কষ্ট দেওয়া দানের চেয়েও উত্তম।

৩. দান করলেন, এবার প্রাপকের সম্মানও রক্ষা করুন।

৪. আল্লাহর জন্য দিলে মানুষের কৃতজ্ঞতা শর্ত হয় না।

৫. একটি খোঁটা বহুদিনের ভালো আমল নষ্ট করতে পারে।

🌿 দান করার পর ৫টি Self-Check

১. মানুষটি কি আমার কাছে ছোট অনুভব করছে?

২. আমি কি তার অভাবের কথা অন্যদের বলছি?

৩. ঝগড়ায় কি পুরোনো সাহায্যের কথা তুলে আনি?

৪. তার কৃতজ্ঞতা না পেলে কি রাগ হয়?

৫. দানটি কি সত্যিই আল্লাহর জন্য ভুলে যেতে পেরেছি?

অধ্যায় ০৪

হারাম উপার্জন থেকে দান

মূল প্রকাশনা · সূত্রতালিকা

“আয়টা পুরোপুরি হালাল না হলেও আমি তো অনেক দান করি।” “ব্যবসায় একটু এদিক সেদিক হয়, পরে গরিবদের দিয়ে দিই।” “সুদের টাকা ভালো কাজে দিলে অন্তত উপকার তো হচ্ছে।” “কিছু ভুল পথে আয় করি ঠিকই, কিন্তু মসজিদ মাদরাসায়ও তো সাহায্য করি।” কথাগুলোর ভেতরে একটি বিপজ্জনক আত্মপ্রবঞ্চনা লুকিয়ে থাকতে পারে: হারাম পথে অর্জিত সম্পদের কিছু অংশ দান করে দিলে বুঝি বাকি সম্পদও পরিষ্কার হয়ে যায়। কিন্তু ইসলাম শুধু জানতে চায় না, আপনি টাকা কোথায় খরচ করেছেন। ইসলাম এটাও জানতে চায়: টাকাটি কোথা থেকে এসেছে?

দান একটি পবিত্র আমল। আর পবিত্র আমলের জন্য উপার্জনের উৎসও পবিত্র হওয়া জরুরি। চুরি, প্রতারণা, ঘুষ, সুদ, জুয়া, ওজনে কম দেওয়া, মিথ্যা তথ্য দিয়ে বিক্রি, কর্মচারীর হক আটকে রাখা, কারও সম্পদ আত্মসাৎ করা কিংবা অন্যায় লেনদেনের মাধ্যমে আয় করে তার কিছু অংশ দান করলেই মূল অন্যায়টি মুছে যায় না। আল্লাহ তাআলা বলেন: “হে ঈমানদারগণ! তোমরা তোমাদের উপার্জিত উত্তম বস্তু থেকে ব্যয় করো।” সূরা আল বাকারা, ২:২৬৭ (আয়াতের প্রাসঙ্গিক অংশের ভাবার্থ) অর্থাৎ দান শুধু একটি পরিমাণের বিষয় নয়; দানের সম্পদটি তাইয়্যিব, হালাল, উত্তম ও পবিত্র হওয়াও গুরুত্বপূর্ণ।

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন: “নিশ্চয়ই আল্লাহ পবিত্র; তিনি কেবল পবিত্র বস্তুই গ্রহণ করেন।” সহিহ মুসলিম, ১০১৫ এরপর তিনি এমন এক ব্যক্তির কথা বলেছেন, যে দীর্ঘ সফরে ক্লান্ত, ধুলোমলিন অবস্থায় আকাশের দিকে হাত তুলে “হে আমার রব! হে আমার রব!” বলে দোয়া করছে। কিন্তু তার খাবার হারাম, পানীয় হারাম, পোশাক হারাম এবং হারাম দ্বারা তার দেহ পুষ্ট হয়েছে। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ প্রশ্ন করেছেন, তার দোয়া কীভাবে কবুল হবে?

খেয়াল করুন, মানুষটির বাহ্যিক অবস্থায় দোয়া কবুল হওয়ার অনেক কারণ ছিল। সফর, অসহায়ত্ব, আকাশের দিকে হাত তোলা, বারবার রবকে ডাকা, সবই ছিল। কিন্তু হারাম উপার্জন তার দোয়ার পথে ভয়ংকর বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে। তাহলে হারাম অর্থ দিয়ে দান করার আগে শুধু এই প্রশ্ন করলেই হবে না: “এতে কতজন উপকৃত হবে?” আরও একটি প্রশ্ন করতে হবে: “যাঁর সন্তুষ্টির জন্য দিচ্ছি, তিনি কি এই সম্পদের উৎসে সন্তুষ্ট?”

হারাম আয় থেকে দান করলে কি গুনাহ পরিষ্কার হয়?

ধরুন, একজন ব্যবসায়ী মানুষকে প্রতারণা করে এক লাখ টাকা আয় করলেন। এরপর দশ হাজার টাকা দান করে ভাবলেন, “অন্তত কিছু ভালো কাজ তো করলাম।” কিন্তু যার কাছ থেকে অন্যায়ভাবে অর্থ নেওয়া হয়েছে, তার অধিকার কি সেই দানের মাধ্যমে ফিরে এসেছে? না।

কারও সম্পদ অন্যায়ভাবে নেওয়া, ঘুষ, প্রতারণা বা মানুষের হক আত্মসাৎ করা নিষিদ্ধ। আল্লাহ তাআলা স্পষ্টভাবে একে অন্যের সম্পদ অন্যায়ভাবে ভোগ করতে নিষেধ করেছেন। অন্যের পাঁচ হাজার টাকা আত্মসাৎ করে সেই পাঁচ হাজার টাকা অন্য একজন দরিদ্রকে দিয়ে দিলে প্রথম ব্যক্তির হক শেষ হয়ে যায় না। কারণ এটি দাতার নিজের সম্পদই ছিল না। এখানে একটি গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্য আছে। নিজের হালাল সম্পদ থেকে সদকা করা এক বিষয়। আর অন্যের সম্পদ নিজের নামে দান করে দেওয়া সম্পূর্ণ ভিন্ন বিষয়।

যার সম্পদ অন্যায়ভাবে নেওয়া হয়েছে এবং তাকে চেনা যায়, তাওবার অংশ হলো তার সম্পদ ফেরত দেওয়া অথবা তার কাছ থেকে ক্ষমা নেওয়া। শুধু অন্য জায়গায় দান করে দিলে তার অধিকার বাতিল হয় না। মালিককে খুঁজে পাওয়া সম্ভব না হলে অর্থটির নিষ্পত্তির বিধান পরিস্থিতি ও সম্পদের ধরনভেদে আলাদা হতে পারে। এ অবস্থায় যোগ্য আলেম বা মুফতির কাছে বিস্তারিত তথ্য দিয়ে নির্দিষ্ট নির্দেশনা নিতে হবে; নিজের ইচ্ছায় অন্যত্র দান করে দায়মুক্ত হয়েছেন ধরে নেওয়া ঠিক নয়। “হারাম টাকা গরিবকে দিলে অন্তত ভালো কাজে লাগল”, এ কথার সমস্যা কোথায়? গরিব মানুষের উপকার হওয়া ভালো। কিন্তু উপকার হয়েছে বলেই উপার্জনের পদ্ধতি বৈধ হয়ে যায় না।

কেউ যদি চুরি করে খাবার কিনে ক্ষুধার্ত মানুষকে খাওয়ায়, ক্ষুধার্ত মানুষটি উপকৃত হতে পারে। কিন্তু চুরির গুনাহটি ভালো কাজে পরিবর্তিত হয়ে যায় না। কেউ যদি ঘুষ নিয়ে মসজিদে অর্থ দেয়, মসজিদ হয়তো অর্থ ব্যবহার করবে। কিন্তু ঘুষ নেওয়ার দায় তার ওপর থেকেই যাবে।

কেউ যদি সুদ, প্রতারণা বা মানুষের হক নষ্ট করে সম্পদ বাড়ায় এবং পরে অল্প অংশ দান করে নিজের বিবেককে শান্ত করে, তাহলে সেই দান অনেক সময় তাওবার বিকল্প নয়, বরং তাওবা এড়িয়ে যাওয়ার অজুহাত হয়ে যায়। দান হারাম উপার্জনের লাইসেন্স নয়। সদকা গুনাহ চালিয়ে যাওয়ার মাসিক ফি নয়। আল্লাহর পথে কিছু অর্থ ব্যয় করা, আল্লাহর নিষেধ অমান্য করে বাকি অর্থ উপার্জন করার অনুমতি দেয় না।

সব সন্দেহজনক আয় কি একই রকম?

না। সব পরিস্থিতি এক নয়। চুরি করা সম্পদ, কারও বকেয়া হক, ঘুষ, সুদের অর্থ, নিষিদ্ধ পণ্য বিক্রির আয়, এমন ব্যবসায় হালাল হারাম মিশে যাওয়া যেখানে হিসাব আলাদা করা কঠিন, এসবের বিধান ও সংশোধনের পদ্ধতি এক রকম নাও হতে পারে।

তাই কোনো নির্দিষ্ট উপার্জন নিয়ে সন্দেহ থাকলে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের ছোট উত্তরের ওপর নির্ভর না করে বিশ্বস্ত, যোগ্য আলেম বা মুফতিকে পুরো লেনদেনের ধরন খুলে বলুন। কারণ শুধু “আমার আয় হারাম কি না?” বললে যথেষ্ট তথ্য পাওয়া যায় না। জানতে হবে: কাজটি কী? চুক্তিটি কেমন? কার অধিকার জড়িত? মূলধন কোথা থেকে এসেছে? লাভ কীভাবে নির্ধারিত? প্রতারণা বা সুদের উপাদান আছে কি না?

হারাম উপার্জন থেকে ফিরে আসার বাস্তব পথ

প্রথমত, আয়ের উৎসটি সৎভাবে চিহ্নিত করুন। “সবাই করে”, “ব্যবসায় একটু হয়”, “সিস্টেমটাই এমন”, এসব বলে অস্পষ্ট রাখবেন না। কোন অংশটি আল্লাহর নিষেধের সঙ্গে জড়িত, স্পষ্ট করুন। দ্বিতীয়ত, হারাম পথ বন্ধ করুন। শুধু কিছু অর্থ দান করে একই উৎস থেকে আয় চালিয়ে যাওয়া তাওবা নয়। আন্তরিক তাওবার জন্য গুনাহ ছেড়ে দেওয়ার বাস্তব সিদ্ধান্ত প্রয়োজন।

তৃতীয়ত, মানুষের হক ফিরিয়ে দিন। কর্মচারীর বেতন, ক্রেতার অতিরিক্ত নেওয়া টাকা, আত্মসাৎ করা সম্পদ, ঋণ কিংবা অংশীদারের প্রাপ্য থাকলে আগে সেই অধিকার আদায় করুন। চতুর্থত, ভুল হিসাব সংশোধন করুন। প্রতারণামূলক বিক্রি, ভুয়া বিল, ওজনে কম দেওয়া কিংবা গোপন ত্রুটিযুক্ত পণ্য বিক্রির মাধ্যমে আয় হলে সংশ্লিষ্ট মানুষের ক্ষতিপূরণের চেষ্টা করুন।

পঞ্চমত, হালাল বিকল্প খুঁজতে শুরু করুন। হারাম পথ ছাড়ার ভয় অনেক সময় রিজিক কমে যাওয়ার ভয়। কিন্তু একজন মুমিনের বিশ্বাস, রিজিকের মালিক কোনো চাকরি, প্রতিষ্ঠান বা গ্রাহক নয়; রিজিকের মালিক আল্লাহ।

ষষ্ঠত, এরপর নিজের হালাল সম্পদ থেকে সদকা করুন। অল্প হলেও হালাল সম্পদ থেকে দেওয়া দান আল্লাহর কাছে অনেক মূল্যবান হতে পারে। হারাম উৎসের বড় অঙ্কের চেয়ে পবিত্র উপার্জনের ছোট অঙ্ক নিরাপদ ও উত্তম। নিজেকে আজ কয়েকটি কঠিন প্রশ্ন করুন: আমি কি দানকে নিজের উপার্জনের ভুলগুলো ঢাকার পর্দা বানাচ্ছি? আমি কি গরিবকে কিছু দিচ্ছি, অথচ

শ্রমিক, অংশীদার, ক্রেতা বা পরিবারের কারও হক আটকে রেখেছি? আমার দানের ছবি আছে, কিন্তু আয়ের হিসাব কি পরিষ্কার? মসজিদে অনুদান দিই, অথচ ব্যবসায় মানুষকে ভুল তথ্য দিই, এই দ্বৈততা কি আমি অনুভব করি?

আমি আল্লাহর কাছে কবুলিয়াত চাই, নাকি দানের মাধ্যমে নিজের অপরাধবোধ কমাতে চাই? মনে রাখবেন: আল্লাহ আমাদের অর্থের প্রয়োজনমুক্ত। তিনি আমাদের কাছ থেকে শুধু টাকার পরিমাণ দেখেন না; তিনি দেখেন অর্থের উৎস, নিয়ত, সততা এবং মানুষের অধিকার রক্ষা করা হয়েছে কি না। কম দান করুন, কিন্তু হালাল থেকে করুন। দান প্রকাশ না পেলেও সমস্যা নেই, কিন্তু উপার্জন যেন আল্লাহর সামনে লুকানোর মতো না হয়।

হে আল্লাহ, আমাদের রিজিককে হালাল, পবিত্র ও বরকতময় করুন। হারাম ও সন্দেহজনক উপার্জন থেকে দূরে থাকার সাহস দিন। যাদের হক নষ্ট করেছি, তা ফিরিয়ে দেওয়ার তাওফিক দিন। আমাদের দানকে আত্মপ্রবঞ্চনার আড়াল নয়, বিশুদ্ধ উপার্জন ও ইখলাসের আমল হিসেবে কবুল করুন। আমিন।

১. দান অর্থের উৎসের গুনাহকে হালাল করে না।

২. অন্যের হক দান নয়, আগে তার কাছেই ফিরিয়ে দিতে হবে।

৩. আল্লাহ পবিত্র; তিনি পবিত্র বস্তুই গ্রহণ করেন।

৪. বড় অঙ্ক নয়, হালাল উৎসই আমলের সৌন্দর্য।

৫. দানের হিসাবের আগে উপার্জনের হিসাব দেখুন।

🌿 উপার্জন যাচাইয়ের ৫টি Self-Check

১. এই অর্থ পেতে কাউকে প্রতারিত করেছি কি?

২. কারও বেতন, ঋণ বা প্রাপ্য আটকে আছে কি?

৩. আয়টির সঙ্গে সুদ, ঘুষ বা নিষিদ্ধ লেনদেন জড়িত কি?

৪. প্রকৃত তথ্য গোপন করে লাভ করেছি কি?

৫. পুরো লেনদেনটি আলেমকে খুলে বলতে আমার সংকোচ হবে কি?

অধ্যায় ০৫

মানুষের হক নষ্ট করে ইবাদত

মূল প্রকাশনা · সূত্রতালিকা

ফজরের পর কুরআন পড়লেন। দুপুরে কর্মচারীর বেতন আটকে রাখলেন। মাগরিবের পর যিকির করলেন। রাতে কারও সম্মান নষ্ট করে কথা বললেন। তাহাজ্জুদে কাঁদলেন, কিন্তু যাকে কষ্ট দিয়েছেন তার কাছে ক্ষমা চাইলেন না।

বাহ্যিকভাবে ইবাদত আছে। আমলনামায় নামাজ, রোজা, দান ও তিলাওয়াতও আছে। কিন্তু পাশাপাশি মানুষের পাওনা, অপমান, গীবত, প্রতারণা, ভাঙা হৃদয় এবং নষ্ট করা অধিকারও জমা হচ্ছে। তখন ভয়ংকর প্রশ্নটি হলো: আমি আল্লাহর জন্য নেকি অর্জন করছি, নাকি মানুষের হক নষ্ট করে সেই নেকিগুলো তাদের নামে লিখিয়ে রাখছি?

অনেকেই মনে করেন, নামাজ রোজা ঠিক থাকলে ব্যক্তিগত আচরণের ভুলগুলো হয়তো তেমন বড় বিষয় নয়। কারও টাকা আটকে রেখেছি, পরে দিয়ে দেব। রাগে অপমান করেছি, সে ভুলে যাবে। গীবত করেছি, কথাই তো। ব্যবসায় একটু কম বেশি হয়েছে, কিন্তু আমি তো দানও করি।

কিন্তু মানুষের হক “ছোটখাটো ব্যক্তিগত ভুল” নয়। কারও সম্পদ, সম্মান, শ্রম, সময় বা নিরাপত্তা অন্যায়ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করা জুলুম হতে পারে। আবার কারও মনে কষ্ট হলেই সব ক্ষেত্রে শরঈ অধিকার নষ্ট হয়েছে, এমন সিদ্ধান্ত দেওয়া ঠিক নয়; ঘটনা ও প্রেক্ষাপট দেখতে হবে। আল্লাহ তাআলা বলেন: “হে ঈমানদারগণ! তোমরা পরস্পরের সম্পদ অন্যায়ভাবে ভক্ষণ কোরো না; তবে পারস্পরিক সম্মতিতে ব্যবসা হলে ভিন্ন কথা।” সূরা আন নিসা, ৪:২৯ (আয়াতের প্রাসঙ্গিক অংশের ভাবার্থ) আরও বলেন: “তোমরা একে অন্যের সম্পদ অন্যায়ভাবে গ্রাস কোরো না এবং জেনেশুনে মানুষের সম্পদের কিছু অংশ অন্যায়ভাবে ভোগ করার জন্য তা বিচারকদের কাছে পৌঁছে দিয়ো না।”

সূরা আল বাকারা, ২:১৮৮ মানুষের হক শুধু টাকা চুরি করার নাম নয়। পণ্য বিক্রির সময় ত্রুটি গোপন করা, কর্মীর প্রাপ্য বিলম্বিত করা, ঋণ পরিশোধের সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও এড়িয়ে যাওয়া, উত্তরাধিকার থেকে কাউকে বঞ্চিত করা, কারও জিনিস অনুমতি ছাড়া ব্যবহার করা, মিথ্যা অপবাদ দেওয়া, গীবত করা, দুর্বল মানুষকে ক্ষমতার জোরে অপমান করা, এসবও মানুষের অধিকার নষ্ট করার বিভিন্ন রূপ হতে পারে।

আর এসবের হিসাব শুধু “আস্তাগফিরুল্লাহ” বলেই সবসময় শেষ হয়ে যায় না। আল্লাহর কাছে তাওবা অবশ্যই করতে হবে; কিন্তু যে মানুষের সম্পদ, সম্মান বা অধিকার নষ্ট হয়েছে, তার ক্ষতিও যথাসম্ভব পূরণ করতে হবে।

রাসূলুল্লাহ ﷺ সাহাবিদের জিজ্ঞেস করেছিলেন, “তোমরা কি জানো, নিঃস্ব কে?” তাঁরা বলেছিলেন, যার টাকা পয়সা ও সম্পদ নেই। তখন তিনি বুঝিয়েছেন, প্রকৃত নিঃস্ব ব্যক্তি কিয়ামতের দিন নামাজ, রোজা ও যাকাত নিয়ে আসবে; কিন্তু সে কাউকে গালি দিয়েছে, অপবাদ দিয়েছে, অন্যের সম্পদ অন্যায়ভাবে ভোগ করেছে, কারও রক্ত ঝরিয়েছে বা কাউকে আঘাত করেছে। ফলে তার নেকিগুলো ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিদের দিয়ে দেওয়া হবে। নেকি শেষ হয়ে গেলে তাদের গুনাহ তার ওপর চাপিয়ে দেওয়া হবে। সহিহ মুসলিম, ২৫৮১ কী ভয়ংকর দৃশ্য!

মানুষটি ইবাদতহীন ছিল না। তার নামাজ ছিল, রোজা ছিল, যাকাত ছিল। সে খালি হাতে আসেনি। কিন্তু মানুষের হকের পাওনাদার এত বেশি ছিল যে, নিজের নেকি নিজের কাছে ধরে রাখতে পারেনি। অর্থাৎ শুধু নেকি অর্জন করাই যথেষ্ট নয়। নেকি রক্ষা করাও প্রয়োজন।

আপনি হয়তো প্রতিদিন শতবার যিকির করছেন; কিন্তু আপনার একটি অপমানজনক কথা কারও অন্তরে বছরের পর বছর কষ্ট হয়ে আছে। আপনি উমরাহ করেছেন; কিন্তু ভাই বোনের উত্তরাধিকারের অংশ আটকে রেখেছেন। আপনি নিয়মিত দান করছেন; কিন্তু যিনি আপনার অধীনে কাজ করেন, তার প্রাপ্য সম্মান ও পারিশ্রমিক দিচ্ছেন না।

আপনি ইসলামিক পোস্ট শেয়ার করছেন; কিন্তু কমেন্টে কাউকে হেয় করছেন, যাচাই ছাড়া অভিযোগ ছড়াচ্ছেন কিংবা কারও গোপন ভুল প্রকাশ করছেন। এই দ্বৈততাই পরীক্ষা করা প্রয়োজন। ইবাদত কি আমাকে মানুষের হক সম্পর্কে আরও সতর্ক করছে, নাকি আমি ইবাদতকে নিজের অন্যায় ঢাকার পর্দা বানিয়ে ফেলছি?

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি তার ভাইয়ের সম্মান বা অন্য কোনো অধিকারের ব্যাপারে জুলুম করেছে, সে যেন আজই তার কাছ থেকে ক্ষমা নিয়ে নেয়, সেই দিন আসার আগে, যখন ক্ষতিপূরণ দেওয়ার মতো কোনো দিনার বা দিরহাম থাকবে না। তখন জুলুম অনুযায়ী তার নেকি নেওয়া হবে; নেকি না থাকলে নিপীড়িত ব্যক্তির গুনাহ তার ওপর চাপিয়ে দেওয়া হবে। সহিহ বুখারি, ২৪৪৯

আজ টাকা দিয়ে ঋণ পরিশোধ করা যায়। আজ ক্ষমা চাওয়া যায়। আজ ভুল স্বীকার করা যায়। আজ কারও সম্মান ফিরিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করা যায়। কিন্তু কিয়ামতের মুদ্রা টাকা নয়। সেদিন মুদ্রা হবে নেকি। যে নেকির জন্য রাতে ঘুম ত্যাগ করেছেন, যে রোজায় ক্ষুধা সহ্য করেছেন, যে তিলাওয়াতে সময় দিয়েছেন, সেই নেকিই অন্যের পাওনা পরিশোধে চলে যেতে পারে।

নিজের দিকে তাকিয়ে কিছু প্রশ্ন করুন

কারও টাকা, ঋণ, বেতন বা প্রাপ্য আমার কাছে আটকে আছে কি? কাউকে অপমান করে ভেবেছি কি, “রাগের মাথায় বলেছি, এত কিছু না”? কোনো ব্যক্তির গোপন কথা বা দুর্বলতা অন্যের কাছে বলেছি কি? অনলাইনে কাউকে হেয়, অপদস্থ বা মিথ্যা সন্দেহের শিকার করেছি কি? ক্ষমতা, বয়স, পদ কিংবা সম্পর্কের সুযোগ নিয়ে দুর্বল কাউকে চাপে রেখেছি কি? আমি কি আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাই, কিন্তু মানুষের কাছে নিজের ভুল স্বীকার করতে অহংকার বোধ করি?

শেষ প্রশ্নটি খুব গুরুত্বপূর্ণ। কারণ অনেক সময় আমরা সিজদায় কাঁদতে পারি, কিন্তু যার হৃদয় ভেঙেছি তার সামনে বলতে পারি না: “আমি ভুল করেছি। আমাকে ক্ষমা করবেন।”

মানুষের হক থেকে মুক্ত হওয়ার বাস্তব পথ

প্রথমত, জুলুমটি স্পষ্টভাবে স্বীকার করুন। “সে ও তো এমন করেছিল”, “পরিস্থিতি এমন ছিল”, “আমি ইচ্ছা করে করিনি”, এসব বলে নিজের দায় হালকা করবেন না। দ্বিতীয়ত, আর্থিক হক দ্রুত ফিরিয়ে দিন। ঋণ, বেতন, উত্তরাধিকার, আমানত, অতিরিক্ত নেওয়া অর্থ কিংবা ক্ষতিপূরণ, যা প্রাপ্য, তা ফিরিয়ে দেওয়ার বাস্তব ব্যবস্থা করুন।

তৃতীয়ত, ক্ষমা চান, কিন্তু নিজের অপরাধের দায় তার ওপর চাপাবেন না। “আমার কথায় কষ্ট পেয়ে থাকলে দুঃখিত” নয়; বরং বলুন, “আমি যে কথাটি বলেছি, তা অন্যায় হয়েছে। আমি ক্ষমা চাইছি।” চতুর্থত, যেখানে সম্মান নষ্ট করেছেন, সেখানে তা সংশোধনের চেষ্টা করুন। কারও বিরুদ্ধে ভুল কথা ছড়ালে যাদের সামনে বলেছেন, তাদের সামনে নিজের ভুল পরিষ্কার করুন, তবে এমনভাবে যেন নতুন ক্ষতি সৃষ্টি না হয়।

পঞ্চমত, একই জুলুমের দরজা বন্ধ করুন। শুধু আবেগী ক্ষমা চাওয়া নয়; ব্যবসা, পরিবার, অনলাইন আচরণ বা কর্মক্ষেত্রের যে ব্যবস্থায় অন্যায় হচ্ছে, সেটিও বদলান। ষষ্ঠত, যে অধিকার কীভাবে ফিরিয়ে দেবেন বুঝতে পারছেন না, যোগ্য আলেমের পরামর্শ নিন। বিশেষ করে গীবত, সম্মানহানি, অজ্ঞাত মালিকের সম্পদ বা জটিল আর্থিক বিষয়ে ভুল পদ্ধতিতে সংশোধন করতে গিয়ে যেন নতুন ক্ষতি না হয়। মনে রাখবেন: আল্লাহর ইবাদত মানুষকে মানুষের প্রতি আরও ন্যায়পরায়ণ করার কথা।

নামাজ যদি আমাকে নম্র না করে, রোজা যদি জিহ্বাকে নিয়ন্ত্রণ না করে, কুরআন যদি মানুষের হক রক্ষা শেখাতে না পারে, তাহলে আমলের সংখ্যার পাশাপাশি তার প্রভাবও পরীক্ষা করা জরুরি। আজই একটি তালিকা করুন: কার কাছে আমার ক্ষমা চাওয়া বাকি? কার টাকা ফেরত দেওয়া বাকি? কার সম্মান আমি নষ্ট করেছি? কার হৃদয় ভেঙে নিশ্চিন্তে ইবাদত করে যাচ্ছি? কিয়ামতের আদালতের আগে দুনিয়াতেই হিসাব মিটিয়ে নেওয়া অনেক সহজ।

হে আল্লাহ, আমরা যাদের অধিকার নষ্ট করেছি, তা চিনে নেওয়ার সততা দিন। অহংকার ভেঙে ক্ষমা চাওয়ার শক্তি দিন। মানুষের সম্পদ, সম্মান ও হৃদয়ের ব্যাপারে আমাদের সতর্ক করুন। আমাদের ইবাদতকে জুলুমের পর্দা নয়, ন্যায় ও উত্তম চরিত্রের উৎস বানিয়ে দিন। কিয়ামতের দিন আমাদের নেকিগুলো পাওনাদারদের হাতে হারিয়ে যাওয়া থেকে রক্ষা করুন। আমিন।

১. নামাজ আছে, কিন্তু মানুষের হকও কি নিরাপদ?

২. কিয়ামতে পাওনা মিটবে টাকা দিয়ে নয়, নেকি দিয়ে।

৩. শুধু নেকি অর্জন নয়, নেকি রক্ষাও জরুরি।

৪. আল্লাহর কাছে তাওবার সঙ্গে মানুষের হকও ফিরিয়ে দিন।

৫. ক্ষমা চাওয়া দুর্বলতা নয়; আখিরাত বাঁচানোর সাহস।

🌿 মানুষের হক যাচাইয়ের ৫টি Self-Check

১. কারও অর্থ বা প্রাপ্য আমার কাছে আটকে আছে কি?

২. কোনো অপমানের জন্য ক্ষমা চাওয়া বাকি আছে কি?

৩. কারও গোপন কথা আমি ছড়িয়ে দিয়েছি কি?

৪. অনলাইনে কাউকে অন্যায়ভাবে হেয় করেছি কি?

৫. আজ মৃত্যু হলে কে আমার নেকির দাবিদার হবে?

অধ্যায় ০৬

ফরজ অবহেলা করে নফল আমল

মূল প্রকাশনা · সূত্রতালিকা

রাতে তাহাজ্জুদ পড়লেন, কিন্তু ঘুমের কারণে ফজর চলে গেল। প্রতিদিন দীর্ঘ সময় যিকির করলেন, কিন্তু যোহর, আসর কাজের অজুহাতে নিয়মিত দেরি হলো। অনেক সদকা করলেন, কিন্তু ফরজ যাকাতের হিসাবই করলেন না। বারবার নফল উমরাহ করার পরিকল্পনা করছেন, অথচ মানুষের ঋণ ও পরিবারের জরুরি দায়িত্ব এখনো বাকি।

দ্বীনি বই পড়ছেন, ক্লাস করছেন, পোস্ট শেয়ার করছেন; কিন্তু মা বাবা, স্বামী স্ত্রী, সন্তান কিংবা কর্মচারীর ফরজ অধিকারগুলো অবহেলিত হচ্ছে। সব কাজই দেখতে দ্বীনি। অনেকগুলো কাজ সত্যিই সওয়াবেরও। কিন্তু প্রশ্ন হলো: আমি কি আল্লাহর নির্দেশিত অগ্রাধিকার মানছি, নাকি নিজের ভালো লাগার ইবাদতকে বেছে নিচ্ছি?

নফল আমল সাধারণত হৃদয়ের কাছে সুন্দর লাগে। কেউ বাধ্য করেনি, নিজের আগ্রহে করছি। ফলে এতে একধরনের আত্মতৃপ্তিও আসে। কিন্তু ফরজ দায়িত্ব সবসময় আরামদায়ক নয়। সময়মতো পাঁচ ওয়াক্ত সালাত রক্ষা করতে হয়। আয় ব্যয়ের সঠিক হিসাব করে যাকাত দিতে হয়। মানুষের ঋণ ও পাওনা পরিশোধ করতে হয়। পরিবারের দায়িত্ব বহন করতে হয়। হালাল হারামের সীমা মানতে হয়। নিজের ইচ্ছার বিরুদ্ধে হলেও আল্লাহর নির্দেশকে অগ্রাধিকার দিতে হয়।

নফস অনেক সময় কঠিন ফরজ দায়িত্বগুলো এড়িয়ে এমন নফল আমল বেছে নেয়, যেগুলো করতে ভালো লাগে এবং মানুষের চোখেও প্রশংসনীয় মনে হয়। কিন্তু আল্লাহ তাআলা কীকে প্রথমে চান? হাদিসে কুদসিতে আল্লাহ বলেন: “আমার বান্দা আমার নৈকট্য অর্জনের জন্য এমন কোনো কাজ করে না, যা আমার কাছে তার ওপর ফরজ করা কাজগুলোর চেয়ে বেশি প্রিয়। এরপর সে নফল আমলের মাধ্যমে আমার নিকটবর্তী হতে থাকে, একসময় আমি তাকে ভালোবাসি।” সহিহ বুখারি, ৬৫০২ খেয়াল করুন, এখানে একটি স্পষ্ট ক্রম রয়েছে: প্রথমে ফরজ, তারপর নফল।

নফল আমলের মাধ্যমে আল্লাহর বিশেষ ভালোবাসা পাওয়া যায়। কিন্তু সেই পথের শুরু ফরজ দায়িত্ব পালনের পর। নিজের পছন্দের অতিরিক্ত ইবাদত দিয়ে আল্লাহর নির্ধারিত দায়িত্বকে পাশ কাটানো যায় না। আল্লাহ সালাত সম্পর্কে বলেছেন: “নিশ্চয়ই সালাত মুমিনদের ওপর নির্ধারিত

সময়ে ফরজ করা হয়েছে।” সূরা আন নিসা, ৪:১০৩ (আয়াতের প্রাসঙ্গিক অংশের ভাবার্থ) আরও বলেছেন: “তোমরা সালাতসমূহের হেফাজত করো, বিশেষ করে মধ্যবর্তী সালাতের; এবং আল্লাহর সামনে বিনীতভাবে দাঁড়াও।” সূরা আল বাকারা, ২:২৩৮ অর্থাৎ ফরজ সালাতের সময় আমাদের অবসর অনুযায়ী নয়। বরং আমাদের জীবনকেই সালাতের সময় অনুযায়ী সাজাতে হবে।

কিন্তু কখনো এমন হয়: তাহাজ্জুদের ছবি বা গল্প আছে, কিন্তু ফজরের নিশ্চয়তা নেই। কুরআন খতমের পরিকল্পনা আছে, কিন্তু পাঁচ ওয়াক্ত সালাতের সময় রক্ষা নেই। নফল রোজার আগ্রহ আছে, কিন্তু মানুষের পাওনা দেওয়ার তাড়াহুড়া নেই। দ্বীনি কাজে অনেক সময় আছে, কিন্তু নিজের পরিবারের আবশ্যক অধিকার পালনের সময় নেই। এখানে নফল আমলের সমস্যা নয়। সমস্যা হলো অগ্রাধিকারের বিশৃঙ্খলা।

তাহলে নফল আমলের প্রয়োজন কী?

নফল আমল অপ্রয়োজনীয় নয়। বরং তা অত্যন্ত মূল্যবান। ফরজের পরে নফল বান্দাকে আল্লাহর আরও নিকটবর্তী করে। বিশেষভাবে ফরজ সালাতের ঘাটতি পূরণে নফল সালাতের ভূমিকার কথা হাদিসে এসেছে; কোন ধরনের ঘাটতির ক্ষেত্রে কী বিধান, তা বিস্তারিত ফিকহি আলোচনার বিষয়।

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, কিয়ামতের দিন বান্দার আমলের মধ্যে প্রথমে সালাতের হিসাব হবে। ফরজ সালাতে ঘাটতি পাওয়া গেলে তার নফল সালাত আছে কি না দেখা হবে এবং তা দিয়ে ঘাটতি পূরণ করা হবে। জামি‘ আত তিরমিযি, ৪১৩ তবে এই হাদিসের অর্থ কখনোই এই নয়: “ইচ্ছা করে ফরজ ছেড়ে দেব, পরে কয়েক রাকাত নফল পড়ে সমাধান করে নেব।”

নফল ফরজ অবহেলার লাইসেন্স নয়। হাদিসে ফরজ সালাতের ঘাটতি পূরণে নফল সালাতের কথা এসেছে; ইচ্ছাকৃত ফরজ পরিত্যাগকে বৈধ করার অনুমতি এতে নেই। একজন মানুষ সময়মতো ফরজ সালাত পড়লেন, কিন্তু খুশুতে দুর্বলতা ছিল, নফল তার ঘাটতি পূরণের আশার জায়গা।

কিন্তু একজন ইচ্ছা করে ফরজ সালাত ছেড়ে দিলেন এবং রাতে দু’রাকাত নফল পড়ে নিশ্চিন্ত হলেন, এটি আল্লাহর নির্ধারিত অগ্রাধিকার অনুসরণ নয়।

এই ভুল শুধু সালাতের ক্ষেত্রে হয় না

কেউ অনেক নফল সদকা করেন, কিন্তু ফরজ যাকাত হিসাব করেন না। কেউ মসজিদে অনুদান দেন, কিন্তু কর্মচারীর বেতন দেরিতে দেন। কেউ দ্বীনি প্রোগ্রামে ব্যস্ত, কিন্তু যাদের ভরণপোষণ তার দায়িত্ব, তাদের প্রয়োজনকে অবহেলা করেন। কেউ সারাদিন মানুষের নসিহাহ করেন, কিন্তু

নিজের ঋণ পরিশোধের ব্যাপারে উদাসীন। কেউ নফল ইবাদতে দীর্ঘ সময় দেন, কিন্তু অসুস্থ মা বাবার প্রয়োজনীয় সেবা দিতে বিরক্ত হন। প্রতিটি পরিস্থিতির ফিকহি বিস্তারিত এক নয়। কিন্তু মূলনীতি এক: আল্লাহ যেটিকে আমার ওপর আবশ্যক করেছেন, নিজের পছন্দের অতিরিক্ত আমলের আগে সেটিই অগ্রাধিকার পাবে।

নিজের আমলকে কিছু প্রশ্ন করুন আমি কি নফল ইবাদতের কারণে কখনো ফরজ সালাত দেরি বা কাজা করছি? মানুষ আমাকে যে আমলের জন্য প্রশংসা করে, সেটিতে আমি যত যত্নবান, গোপন ফরজ দায়িত্বেও কি ততটাই যত্নবান? নফল সদকার আগে ফরজ যাকাত, ঋণ ও মানুষের পাওনা পরিষ্কার করেছি কি? দ্বীনি কাজের ব্যস্ততায় আমার পরিবার বা অধীনস্থ কারও আবশ্যক অধিকার নষ্ট হচ্ছে কি? আমি কি এমন ইবাদত বেশি পছন্দ করি, যেটি আমার জন্য সহজ; আর কঠিন দায়িত্বগুলো বারবার পিছিয়ে দিই? শেষ প্রশ্নটি গভীর।

কারণ অনেক সময় আমরা আল্লাহর আনুগত্য করছি না; আমরা শুধু আনুগত্যের সেই অংশটুকু বেছে নিচ্ছি, যেটি আমাদের ভালো লাগে।

অগ্রাধিকার ঠিক করার বাস্তব উপায়

১. নিজের ফরজ দায়িত্বগুলোর তালিকা করুন।

শুধু সালাত নয়, যাকাত, রোজা, ঋণ, পরিবারের ভরণপোষণ, আমানত, মানুষের অধিকার এবং হারাম থেকে বেঁচে থাকাও এতে অন্তর্ভুক্ত হতে পারে।

২. নতুন নফল রুটিনের আগে একটি দুর্বল ফরজ ঠিক করুন।

আরও একটি যিকিরের তালিকা যোগ করার আগে ফজর ঠিক করুন। নতুন নফল রোজার আগে বকেয়া ফরজ রোজা সম্পর্কে প্রয়োজনীয় মাসআলা জেনে নিন। বড় সদকার আগে যাকাত ও ঋণের হিসাব পরিষ্কার করুন।

৩. যে নফল ফরজকে ক্ষতিগ্রস্ত করে, তার সময় বা পরিমাণ বদলান।

রাত জেগে ইবাদত করার কারণে ফজর হারালে ঘুমের রুটিন ঠিক করুন। দ্বীনি কাজের কারণে পরিবারের অধিকার নষ্ট হলে সময় পুনর্বিন্যাস করুন।

৪. মানুষের চোখের আমলের পাশাপাশি গোপন দায়িত্ব দেখুন।

মানুষ আপনার তাহাজ্জুদ জানে; কিন্তু আল্লাহ জানেন আপনার ঋণ বাকি কি না। মানুষ আপনার দান দেখে; আল্লাহ জানেন কর্মচারীর পাওনা দেওয়া হয়েছে কি না।

৫. ফরজ ঠিক হলে নফল ছাড়বেন না।

ফরজ ভিত্তি, নফল সৌন্দর্য। ভিত্তি ছাড়া সৌন্দর্য টেকে না; আবার শুধু ভিত্তি রেখে উন্নতির চেষ্টা না করাও মুমিনের লক্ষ্য নয়।

৬. জটিল ক্ষেত্রে যোগ্য আলেমের পরামর্শ নিন।

বকেয়া সালাত, রোজা, যাকাত, ঋণ কিংবা পারিবারিক দায়িত্বের নির্দিষ্ট মাসআলা ব্যক্তি ও পরিস্থিতিভেদে ভিন্ন হতে পারে। মনে রাখুন: আল্লাহর নৈকট্য নিজের বানানো পথে নয়; আল্লাহ যে ক্রম শিখিয়েছেন, সেই ক্রমেই আসে। প্রথমে তাঁর নির্দেশিত দায়িত্ব। তারপর ভালোবাসা নিয়ে অতিরিক্ত আমল। ফরজকে অবহেলা করে নফলে ব্যস্ত থাকা যেন এমন না হয়, ঘরের ভিত্তি ভেঙে যাচ্ছে, আর আমরা ছাদে নতুন রং করছি। আজ নিজের কাছে শুধু এই প্রশ্নটি রাখুন: আমি কি আল্লাহর সবচেয়ে প্রিয় দায়িত্বগুলো পালন করছি, নাকি শুধু আমার সবচেয়ে পছন্দের ইবাদতগুলো করছি?

হে আল্লাহ, আপনার নির্ধারিত দায়িত্বগুলো সঠিকভাবে পালনের তাওফিক দিন। নফল আমলকে ফরজ থেকে পালানোর অজুহাত নয়, আপনার আরও নিকটবর্তী হওয়ার মাধ্যম বানিয়ে দিন। আমাদের জীবনের অগ্রাধিকারগুলো আপনার সন্তুষ্টি অনুযায়ী সাজিয়ে দিন। আমিন।

১. নফল সুন্দর, কিন্তু ফরজের বিকল্প নয়।

২. আল্লাহর নৈকট্যের প্রথম পথ, তিনি যা ফরজ করেছেন।

৩. নিজের পছন্দের ইবাদতের আগে আল্লাহর নির্ধারিত দায়িত্ব।

৪. যে নফল ফরজ নষ্ট করে, তার সময় নতুন করে সাজান।

৫. ফরজ ভিত্তি, নফল তার সৌন্দর্য।

🌿 ইবাদতের অগ্রাধিকার যাচাইয়ের ৫টি Self-Check

১. আমার পাঁচ ওয়াক্ত সালাত সময়মতো হচ্ছে কি?

২. বকেয়া যাকাত, ঋণ বা মানুষের পাওনা আছে কি?

৩. নফল আমলের কারণে কোনো ফরজ দায়িত্ব ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে কি?

৪. পরিবারের আবশ্যক অধিকার ঠিকভাবে দিচ্ছি কি?

৫. আজ একটি নফল কমিয়ে কোন ফরজটি ঠিক করা দরকার?

অধ্যায় ০৭

গোপন গুনাহকে হালকা মনে করা

মূল প্রকাশনা · সূত্রতালিকা

দরজাটা বন্ধ। ফোনটা নিজের হাতে। ব্রাউজিং হিস্ট্রি মুছে ফেলা যায়, চ্যাট ডিলিট করা যায়, অন্য একটি নাম ব্যবহার করা যায়। এমনভাবে সব গুছিয়ে নেওয়া যায়, যেন কিছুই ঘটেনি। কেউ জানল না। পরিবার না, বন্ধু না, পরিচিত মানুষও না। তারপর অন্তর নিজেকেই সান্ত্বনা দেয়: “একটু তো হয়েছে।” “কারও ক্ষতি করিনি।” “আমি তো প্রকাশ্যে এসব করি না।” “পরে তাওবা করে নেব।” কিন্তু প্রশ্ন হলো: মানুষের চোখ থেকে লুকাতে পেরেছি বলেই কি আল্লাহর সামনে গুনাহটি ছোট হয়ে গেল?

গোপন গুনাহের সবচেয়ে বড় বিপদ শুধু এই নয় যে মানুষ জানে না। বিপদ হলো, ধীরে ধীরে আমরাও বিষয়টিকে গুরুত্ব দেওয়া বন্ধ করে দিই। প্রথমবার যে কাজে বুক কেঁপেছিল, কয়েকবার পরে সেটাই স্বাভাবিক মনে হয়। প্রথমে অপরাধবোধ হয়েছিল, পরে মনে হয়, “এতে আর কী এমন হলো?” এভাবেই একটি গুনাহ শুধু কাজের মধ্যে থাকে না; অন্তরের ভেতর নিজের জন্য জায়গা বানাতে শুরু করে। আল্লাহ তাআলা বলেন: “তোমরা তোমাদের কথা গোপন করো কিংবা প্রকাশ করো, নিশ্চয়ই তিনি অন্তরের গোপন বিষয় সম্পর্কে সম্যক অবগত।” সূরা আল মুলক, ৬৭:১৩

মানুষ হয়তো শুধু আমাদের বাহ্যিক জীবন দেখে। কে নামাজ পড়ছে, কী পোস্ট করছে, কীভাবে কথা বলছে, এগুলো দেখা যায়। কিন্তু নিঃসঙ্গ অবস্থায় মানুষ কেমন, সুযোগ পেলে কী দেখে, কী বলে, কোন সীমা অতিক্রম করে, তা আল্লাহর কাছে গোপন নয়।

রাসূলুল্লাহ ﷺ এমন কিছু মানুষের ব্যাপারে কঠিন সতর্কতা দিয়েছেন, যারা কিয়ামতের দিন তিহামার পাহাড়সম নেকি নিয়ে আসবে; কিন্তু সেগুলো বিক্ষিপ্ত ধূলিকণার মতো হয়ে যাবে। তাদের বৈশিষ্ট্য হিসেবে বলা হয়েছে, তারা অন্যদের মতো রাতের ইবাদতও করত, কিন্তু একান্তে আল্লাহর নিষিদ্ধ সীমার সামনে পড়লে তা লঙ্ঘন করত। সূত্র: সুনান ইবন মাজাহ, ৪২৪৫; Darussalam-এর গ্রেডিং: হাসান। এই হাদিস পড়ার পর ভারসাম্য হারানো যাবে না।

কোনো একজন মুমিন গোপনে একটি গুনাহ করে ফেললেই তার সব নেক আমল নিশ্চিতভাবে নষ্ট হয়ে গেছে, এমন সিদ্ধান্ত দেওয়া ঠিক নয়। মুমিন দুর্বল হতে পারে, পিছলে যেতে পারে, পরে অনুতপ্ত হয়ে তাওবাও করতে পারে।

হাদিসটির ভয়ংকর দিক হলো একান্তে আল্লাহর সীমাকে নিয়মিত তুচ্ছ করা, বাইরে ইবাদতের পরিচয় রাখা, কিন্তু সুযোগ পেলেই ভেতরের জীবনে আল্লাহর নিষেধকে গুরুত্ব না দেওয়া। এটি কোনো নির্দিষ্ট ব্যক্তির পরিণতি ঘোষণা করার দলিল নয়; বরং নিজের গোপন জীবনকে পরীক্ষা করার জন্য গভীর সতর্কতা।

গোপন গুনাহ কেন এত ক্ষতিকর?

কারণ সেখানে মানুষকে ভয় দেখানোর কেউ থাকে না। প্রকাশ্যে গুনাহ থেকে আমরা অনেক সময় মানুষের সম্মান, পরিবার, সমাজ কিংবা পরিচিতি হারানোর ভয়ে বেঁচে থাকি। কিন্তু একান্তে বোঝা যায়, আমাকে আসলে কে থামায়? মানুষের চোখ? নাকি আল্লাহর ভয়?

যে ব্যক্তি মানুষের উপস্থিতিতে থেমে যায়, কিন্তু একা হলেই সীমা অতিক্রম করে, তার অন্তরের ভেতরে একটি অসুস্থ বিভাজন তৈরি হতে পারে। মানুষের সামনে একটি জীবন, আল্লাহর সঙ্গে একান্তে আরেকটি জীবন।

এই দ্বৈত জীবন দীর্ঘ হলে ইবাদতের স্বাদ কমে যেতে পারে, দোয়ার সময় মন শক্ত হয়ে যেতে পারে, কুরআনের আয়াত আগের মতো নাড়া না দিতে পারে এবং গুনাহের পর অনুশোচনা দুর্বল হয়ে যেতে পারে। আল্লাহ তাআলা বলেন: “বরং তারা যা অর্জন করত, তা তাদের হৃদয়ের ওপর মরিচা ধরিয়েছে।” সূরা আল মুতাফফিফীন, ৮৩:১৪

গুনাহের ক্ষতি সবসময় সঙ্গে সঙ্গে দৃশ্যমান হয় না। অন্তর কঠিন হয়ে যাওয়া এর ক্ষতিকর প্রভাবগুলোর একটি হতে পারে। গুনাহে অন্তরে কালো দাগ এবং তাওবায় অন্তর পরিষ্কার হওয়ার কথা হাদিসে এসেছে। (জামি‘ আত তিরমিযি, ৩৩৩৪।) আগে যে দৃশ্য থেকে চোখ সরিয়ে নিতাম, এখন তাকিয়ে থাকি। আগে যে কথার পরে ইস্তিগফার করতাম, এখন হাসতে হাসতে বলি। আগে গুনাহের পর ঘুম আসত না, এখন নিয়মিত করেও মনে হয়, “সব ঠিক আছে।” এই স্বাভাবিক হয়ে যাওয়াটাই ভয়ংকর।

গোপন গুনাহের কয়েকটি বাস্তব রূপ

একাকী অবস্থায় হারাম কিছু দেখা, অনুচিত আলাপ চালিয়ে যাওয়া, এমন সম্পর্ক লুকিয়ে রাখা যা আল্লাহ পছন্দ করেন না, কারও ব্যক্তিগত তথ্য দেখা বা ছড়িয়ে দেওয়া, গোপনে প্রতারণা করা, হিসাবের মধ্যে অসততা রাখা, সুযোগ পেয়ে আমানত নষ্ট করা কিংবা এমন কনটেন্টে ডুবে থাকা যা অন্তরকে আল্লাহ থেকে দূরে নেয়, এসবের ধরন আলাদা হতে পারে। তবে মূল রোগ এক: “কেউ

জানবে না” ভাবনাটি “আল্লাহ জানেন” অনুভূতিকে হারিয়ে দিচ্ছে। আরেকটি সূক্ষ্ম রূপ হলো, প্রকাশ্যে দ্বীনি পরিচয় থাকার কারণে নিজের গোপন গুনাহকে ক্ষুদ্র ভাবা। মনে হয়, “আমি তো নামাজ পড়ি।”

“আমি তো ইসলামিক কাজ করি।” “আমি তো অনেক ভালো আমলও করি।” কিন্তু নেক আমল গুনাহকে হালকা করার অনুমতি নয়। বরং নেক আমল আমাকে আরও লজ্জিত করার কথা, এত নিয়ামত ও তাওফিক পাওয়ার পরও আমি একান্তে কাকে অমান্য করছি?

গোপন গুনাহ আছে মানেই কি আমি মুনাফিক?

এভাবে নিজের সম্পর্কে চূড়ান্ত রায় দেবেন না। মানুষ দুর্বল। গুনাহ হতে পারে। একই দুর্বলতায় বারবার পড়ে যাওয়াও সম্ভব। মূল প্রশ্ন হলো: আমি কি গুনাহটিকে ঘৃণা করছি, নাকি ধীরে ধীরে মেনে নিয়েছি? আমি কি বের হওয়ার চেষ্টা করছি, নাকি গোপন করার কৌশল আরও উন্নত করছি? আমি কি তাওবা করছি, নাকি “আল্লাহ ক্ষমাশীল” কথাটিকে গুনাহ চালিয়ে যাওয়ার অজুহাত বানাচ্ছি?

পাপ হয়ে যাওয়ার পরে লজ্জা, অনুশোচনা, কান্না এবং ফিরে আসার চেষ্টা, এগুলো অন্তর জীবিত থাকার লক্ষণ হতে পারে। কিন্তু পরিকল্পিতভাবে গুনাহ করা, পরে তাওবা করব বলে নিশ্চিন্ত থাকা এবং সুযোগ পেলেই একই সীমা ভাঙা, এটি খুব বিপজ্জনক অভ্যাস।

গোপন গুনাহ প্রকাশ করে বলতে হবে?

না। নিজের গুনাহ মানুষের সামনে গল্প করা, গর্বের সঙ্গে বলা বা আল্লাহ যে পর্দা রেখেছেন তা নিজেই সরিয়ে দেওয়া উচিত নয়। সহিহ বুখারি, ৬০৬৯ এর হাদিসে প্রকাশ্যে গুনাহ করা এবং রাতে গুনাহ করে সকালে তা মানুষকে বলে বেড়ানোর ব্যাপারে কঠিন সতর্কতা এসেছে।

তাওবার জন্য সবার কাছে নিজের গুনাহের বিস্তারিত স্বীকার করা জরুরি নয়। আল্লাহর কাছে ফিরে আসুন, কারণটি বন্ধ করুন এবং প্রয়োজন হলে বিশ্বস্ত আলেম বা উপযুক্ত কাউন্সেলরের কাছে প্রয়োজনীয় তথ্য সীমিতভাবে বলুন।

তবে গুনাহের সঙ্গে যদি মানুষের হক জড়িত থাকে, অর্থ, সম্মান, আমানত বা কোনো ক্ষতি, তাহলে যথাযথভাবে সেই অধিকার ফিরিয়ে দেওয়া বা ক্ষতি সংশোধন করাও প্রয়োজন।

কীভাবে গোপন গুনাহ থেকে বের হব?

প্রথমত, গুনাহটিকে ছোট নামে ডাকবেন না। “শুধু দেখা”, “একটু কথা”, “সামান্য হিসাব”, “মজা করেছি”, এগুলো দিয়ে নিজের বিবেককে শান্ত করবেন না। যে কাজটি আল্লাহ নিষেধ করেছেন, নিজের কাছে সেটির প্রকৃত পরিচয় স্বীকার করুন। দ্বিতীয়ত, গুনাহের দরজা শনাক্ত করুন।

কোন সময়, কোন অ্যাপ, কোন ব্যক্তি, কোন একাকিত্ব, কোন রাগ বা কোন দুর্বলতার পরে আপনি এতে পড়েন? শুধু গুনাহ ছাড়ার সংকল্প নয়, গুনাহে পৌঁছানোর পথও বন্ধ করতে হবে। তৃতীয়ত, একান্ত জীবনেও আল্লাহকে স্মরণ করুন। গুনাহের মুহূর্তে নিজেকে শুধু একটি প্রশ্ন করুন: “এখন যদি কেউ দেখে ফেলত, আমি কি থেমে যেতাম? তাহলে আল্লাহ দেখছেন জেনেও কেন থামছি না?” চতুর্থত, গুনাহের জায়গায় বিকল্প বসান।

রাতে ফোনে দুর্বল হলে ফোন দূরে রেখে ঘুমান। নির্দিষ্ট ব্যক্তির সঙ্গে আলাপ আপনাকে সীমা ভাঙালে যোগাযোগ বন্ধ বা সীমাবদ্ধ করুন। একাকিত্ব বিপজ্জনক হলে পরিবেশ পরিবর্তন করুন। পঞ্চমত, পড়ে গেলে সঙ্গে সঙ্গে ফিরুন।

“এখন তো হয়ে গেছে, আরও কিছু হোক”, এটি শয়তানের আরেক ফাঁদ। একটি ভুলকে পুরো রাত, পুরো সপ্তাহ বা পুরো জীবন বানাবেন না। ষষ্ঠত, একটি গোপন নেক আমল তৈরি করুন। গোপন গুনাহের বিপরীতে এমন কিছু আমল রাখুন, যা শুধু আল্লাহ জানেন। দুই রাকাত সালাত, অল্প সদকা, ইস্তিগফার কিংবা কারও জন্য নীরব দোয়া, নিজের একান্ত জীবনকে আবার আল্লাহর সঙ্গে সুন্দর করুন।

তাওবার দরজা কি এখনো খোলা?

অবশ্যই। আল্লাহ তাআলা তাঁর রহমত থেকে নিরাশ হতে নিষেধ করেছেন এবং যারা নিজেদের ওপর জুলুম করেছে তাদেরও তাঁর দিকে ফিরে আসতে বলেছেন। (সূরা আয যুমার, ৩৯:৫৩ ও ৩৯:৫৪; ভাবার্থ।) রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, আল্লাহ রাতে তাঁর হাত প্রসারিত করেন দিনের গুনাহকারীর তাওবার জন্য, আর দিনে প্রসারিত করেন রাতের গুনাহকারীর তাওবার জন্য। সূর্য পশ্চিম দিক থেকে ওঠার আগ পর্যন্ত এ সুযোগ থাকে। (সহিহ মুসলিম, ২৭৫৯a; মর্মানুবাদ।) তাই এই অধ্যায়ের উদ্দেশ্য আপনাকে হতাশ করা নয়।

উদ্দেশ্য হলো, যে গুনাহ মানুষ জানে না, সেটিকেও আপনি গুরুত্ব দিন। আল্লাহ যে পর্দা রেখেছেন, সেটিকে নতুন গুনাহের নিরাপদ জায়গা না বানিয়ে তাওবার সুযোগ বানান। আজ নিজের কাছে কয়েকটি প্রশ্ন রাখুন: আমার ফোন, একাকিত্ব এবং গোপন সময় আল্লাহর কাছে

কেমন? মানুষ আমাকে যেমন ভাবে, আমি একা থাকলেও কি তেমন? কোন গুনাহটি প্রথমে ভয়ংকর লাগত, এখন স্বাভাবিক মনে হয়? আমি কি গুনাহ ছাড়ার চেষ্টা করছি, নাকি শুধু প্রমাণ মুছছি? আজ মৃত্যু হলে আমার গোপন জীবনের কোন অংশটি সামনে আসার ভয় সবচেয়ে বেশি? মনে রাখবেন: গুনাহ গোপন হলেই ছোট হয় না।

তবে তাওবা গোপনে হলেও আল্লাহ তা জানেন। হে আল্লাহ, মানুষের চোখের আড়ালে আপনাকে ভুলে যাওয়া থেকে আমাদের রক্ষা করুন। আমাদের প্রকাশ্য ও গোপন জীবনকে এক করে দিন। যে গুনাহগুলো আপনি ঢেকে রেখেছেন, সেগুলো থেকে সত্যিকার তাওবা করার তাওফিক দিন। আমাদের অন্তরকে গুনাহের দাগ থেকে পরিষ্কার করুন এবং একান্ত অবস্থাতেও আপনার সীমার প্রতি সম্মানশীল রাখুন। আমিন।

১. প্রমাণ মুছে যায়, কিন্তু অন্তরের দাগ থেকে যায়।

২. মানুষ না দেখলেও আল্লাহর দৃষ্টি বন্ধ হয় না।

৩. গোপন গুনাহ আছে বলে হতাশ নয়, তাওবায় ফিরুন।

৪. যে পর্দা আল্লাহ দিয়েছেন, সেটিকে গুনাহের সুযোগ বানাবেন না।

৫. একান্ত জীবনই আল্লাহর ভয়কে সবচেয়ে সত্যভাবে প্রকাশ করে।

🌿 গোপন জীবন যাচাইয়ের ৫টি Self-Check

১. একা থাকলে কোন সীমাটি সহজে ভেঙে ফেলি?

২. গুনাহ ছাড়ছি, নাকি শুধু হিস্ট্রি মুছছি?

৩. প্রথমবারের মতো এখনো কি অনুশোচনা হয়?

৪. গুনাহে পৌঁছানোর কোন দরজাটি আজই বন্ধ করতে পারি?

৫. আমার এমন কোনো গোপন নেক আমল আছে কি, যা শুধু আল্লাহ জানেন?

অধ্যায় ০৮

তাওবা বারবার পিছিয়ে দেওয়া

মূল প্রকাশনা · সূত্রতালিকা

“এই কাজটা শেষ হোক, তারপর নামাজ ঠিক করব।” “বিয়ের পর সম্পর্কটা ছেড়ে দেব।” “রমাদান আসুক, তখন একদম বদলে যাব।” “আর কয়েকদিন দেখি, তারপর সব ডিলিট করে দেব।” আপনি হয়তো সত্যিই বদলাতে চান। গুনাহটি করার পর নিজের ওপর রাগ হয়, মনে মনে বলেন, “এটাই শেষবার।” কিন্তু কিছুদিন পর অনুশোচনাটা কমে যায়, জীবন আবার স্বাভাবিক হয়ে আসে। তারপর একই পরিস্থিতি, একই দুর্বলতা, একই গুনাহ। এবারও নিজেকে বলেন, “আজ থাক, কাল থেকে সত্যিই শুরু করব।” কিন্তু সেই “কাল” কি গত কয়েক মাস কিংবা কয়েক বছর ধরেই আসছে না?

সমস্যা এই নয় যে আপনি তাওবা করতে চান না। সমস্যা হলো, তাওবাকে এমন একটি ভবিষ্যতের হাতে তুলে দিয়েছেন, যে ভবিষ্যতের কোনো নিশ্চয়তা নেই। আপনি ধরে নিচ্ছেন, আগামীকালের আপনি আজকের চেয়ে বেশি শক্তিশালী হবেন, গুনাহ ছাড়ার ইচ্ছা আরও প্রবল হবে এবং জীবনও অনেক সহজ হয়ে যাবে।

অথচ একই গুনাহ বারবার করতে থাকলে সেটি ছাড়ার কাজ অনেক সময় আরও কঠিন হয়ে পড়ে। প্রথমবার যে কাজে বুক কেঁপে উঠেছিল, ধীরে ধীরে সেটিই স্বাভাবিক মনে হতে শুরু করে। প্রথমে যে ভুলের পর চোখে পানি এসেছিল, একসময় সেই ভুলের পরেও অন্তর তেমন কিছু অনুভব করে না।

তাওবা পিছিয়ে দেওয়ার ফাঁদটি খুব সূক্ষ্ম। মনের ভেতর সরাসরি এমন কথা আসে না যে, “কখনো তাওবা কোরো না।” বরং মনে হয়: “তাওবা অবশ্যই করব, তবে আজ নয়।” আজ নয়, আগামীকাল। আগামীকাল নয়, শুক্রবার থেকে। শুক্রবার নয়, রমাদান থেকে। এভাবে সময় চলে যায়, কিন্তু গুনাহের দরজাটি খোলাই থেকে যায়।

তাওবার জন্য কি আগে নিজেকে ঠিক করতে হবে?

অনেকের ধারণা, তাওবার আগে জীবন একটু গুছিয়ে নিতে হবে। গুনাহ করার ইচ্ছা পুরোপুরি চলে গেলে, মন শান্ত হলে কিংবা পরিস্থিতি সহজ হলে সুন্দরভাবে আল্লাহর দিকে ফিরে যাবেন। কিন্তু মানুষ পরিষ্কার হয়ে তাওবার কাছে আসে না; মানুষ তাওবার কাছে আসে পরিষ্কার হওয়ার জন্য। অন্তর অশান্ত বলেই ফিরে আসতে হবে। বারবার পড়ে যাচ্ছেন বলেই সাহায্য চাইতে হবে। নিজের ওপর বিরক্ত লাগছে বলেই আল্লাহর দরজায় দাঁড়াতে হবে।

আল্লাহ তাআলা মুত্তাকিদের বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করে বলেন, তারা কোনো অশ্লীল কাজ করে ফেললে বা নিজেদের ওপর জুলুম করলে আল্লাহকে স্মরণ করে, গুনাহের জন্য ক্ষমা চায় এবং জেনেশুনে সেই অন্যায়ের ওপর অটল থাকে না। (সূরা আলে ইমরান, ৩:১৩৫; ভাবার্থ।) অর্থাৎ তাদের পরিচয় ভুলহীন হওয়া নয়; ভুলের পর আল্লাহর দিকে ফিরে আসা। মুমিনের পরিচয় কখনো না পড়া নয়, পড়ে গিয়ে সেখানে পড়ে না থাকা।

আপনি যে গুনাহে আটকে আছেন, সেটি ছাড়ার জন্য হয়তো একদিনেই সবকিছু সহজ হবে না। কিন্তু তাওবার শুরুটা আজই হতে পারে। আজ যোগাযোগের একটি দরজা বন্ধ হতে পারে, একটি অ্যাপ মুছে যেতে পারে, একটি পাওনা ফেরত দেওয়ার পরিকল্পনা শুরু হতে পারে কিংবা পরবর্তী সালাতটি সময়মতো আদায় হতে পারে। “পরে তাওবা করব”, কিন্তু পরে কি সুযোগ থাকবে?

আমরা ধরে নিই, ভবিষ্যতেও তাওবা করার ইচ্ছাটি আজকের মতোই থাকবে। অথচ অন্তরের অবস্থা আমাদের হাতে নয়। আজ যে আয়াত শুনে ভয় হচ্ছে, কিছুদিন পরে সেটি একইভাবে নাড়াবে কি না আমরা জানি না। আজ যে অপরাধবোধ আছে, গুনাহটিকে বারবার স্বাভাবিক বানালে সেটিও দুর্বল হয়ে যেতে পারে।

আর সবচেয়ে বড় কথা, আগামীকাল পর্যন্ত বেঁচে থাকার নিশ্চয়তা কারও কাছে নেই। আল্লাহ তাআলা দ্রুত তাওবার দিকে ফিরে আসার কথা বলেছেন এবং তাদের ব্যাপারে সতর্ক করেছেন, যারা গুনাহে অটল থাকে; এরপর মৃত্যু উপস্থিত হলে বলে, “এখন আমি তাওবা করছি।” (সূরা আন নিসা, ৪:১৭ ও ৪:১৮; ভাবার্থ।)

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, বান্দার প্রাণ কণ্ঠনালীতে পৌঁছানোর আগ পর্যন্ত আল্লাহ তার তাওবা গ্রহণ করেন। (জামি‘ আত তিরমিযি, ৩৫৩৭; Darussalam-এর গ্রেডিং: হাসান।) তাওবার দরজা এখনো খোলা, এটি বিরাট রহমত। কিন্তু দরজা খোলা আছে বলে বাইরে দাঁড়িয়ে দেরি করতে থাকা নিরাপদ নয়।

একটু নিজের সঙ্গে সত্য কথা বলুন

যে গুনাহটি ছয় মাস আগে "শিগগিরই" ছাড়বেন বলেছিলেন, সেটি কি এখনো চলছে? যে সম্পর্কটি শেষ করবেন ভেবেছিলেন, সেটি কি আরও গভীর হয়েছে? যে টাকা ফেরত দেওয়ার কথা ছিল, সেটি কি এখনো আপনার কাছে? যে নামাজটি ঠিক করবেন বলেছিলেন, সেটি কি আজও অনিয়মিত?

যে কনটেন্ট আর দেখবেন না বলেছিলেন, তার জন্য কি এখন আরও গোপন ব্যবস্থা তৈরি করেছেন? যে রাগ, গীবত বা প্রতারণা থেকে তাওবা করবেন বলেছিলেন, সেটিকে কি এখন নিজের স্বভাব বলে মেনে নিয়েছেন? তাহলে সমস্যাটি শুধু গুনাহ নয়। সমস্যাটি হলো, প্রতিবার "এটাই শেষবার" বলে আবার ফিরে যাওয়ার কারণে নিজের কথাই নিজের কাছে গুরুত্ব হারিয়ে ফেলছে।

তাওবা শুধু একটি আবেগের মুহূর্ত নয়। তাওবার মধ্যে রয়েছে গুনাহটি ছেড়ে দেওয়া, তার জন্য অনুতপ্ত হওয়া এবং আবার না করার দৃঢ় সংকল্প। মানুষের হক জড়িত থাকলে সেই হক ফিরিয়ে দেওয়া বা যথাযথভাবে দায়মুক্তির ব্যবস্থাও করতে হবে। গুনাহে ফেরার পথগুলো বন্ধ করা এই সিদ্ধান্ত রক্ষার সহায়তা। (ইমাম নববী, রিয়াদুস সালিহীন, তাওবা অধ্যায়ের ভূমিকা; ব্যাখ্যার সারাংশ।)

হারাম সম্পর্ক থেকে ফিরতে চাইলে যোগাযোগের সীমা স্পষ্ট করতে হবে। হারাম কনটেন্ট থেকে বাঁচতে চাইলে শুধু অনুশোচনা নয়, অ্যাপ, অ্যাকাউন্ট ও একাকিত্বের ব্যবস্থাও বদলাতে হবে। মানুষের হক নষ্ট হলে শুধু আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাওয়ার পাশাপাশি সেই হক ফিরিয়ে দেওয়ার উদ্যোগও নিতে হবে। তাওবা মানে শুধু কান্না নয়, দিক পরিবর্তন। আপনি কত দূরে চলে গেছেন, সেটিই শেষ কথা নয়। আপনি এখন কোন দিকে হাঁটছেন, সেটিই গুরুত্বপূর্ণ। "আমি তো আবার গুনাহ করে ফেলি"

বারবার পড়ে যাওয়ার কারণে অনেকেই তাওবা করতেই লজ্জা পান। মনে হয়, "আগেও ক্ষমা চেয়েছি, আবার একই কাজ করেছি। এবার কোন মুখে আল্লাহর কাছে যাব?" কিন্তু আল্লাহ তাআলা তাদেরও নিজের বান্দা বলে সম্বোধন করেছেন, যারা নিজেদের ওপর সীমালঙ্ঘন করেছে। তিনি তাঁদের তাঁর রহমত থেকে নিরাশ হতে নিষেধ করেছেন। (সূরা আয যুমার, ৩৯:৫৩; ভাবার্থ।)

আপনার গুনাহ বড় হতে পারে, কিন্তু আল্লাহর রহমতের চেয়ে বড় নয়। আপনি বহুবার পড়ে থাকতে পারেন, কিন্তু ফিরে আসার দরজা এখনো বন্ধ হয়নি। গুনাহকে ছোট ভাববেন না, আবার আল্লাহর ক্ষমাকেও ছোট ভাববেন না।

আবার গুনাহ হয়ে গেলে আবার ফিরুন। তবে প্রতিবার শুধু আবেগী অনুশোচনা নয়, কেন পড়ে যাচ্ছেন সেটিও খুঁজুন। কোন সময়, কোন ব্যক্তি, কোন অ্যাপ, কোন একাকিত্ব, কোন রাগ বা কোন মানসিক দুর্বলতার পরে আপনি সেই গুনাহে যাচ্ছেন? আগুন নেভানোর পাশাপাশি আগুনের উৎসটিও বন্ধ করতে হবে।

আজই ছোট একটি সিদ্ধান্ত নিন

সব অভ্যাস একদিনে বদলানো কঠিন হতে পারে; কিন্তু গুনাহ ছাড়ার কাজ ইচ্ছাকৃতভাবে পিছিয়ে দেওয়া ঠিক নয়। আজই একটি সত্যিকারের পদক্ষেপ নিন। যে নম্বরটি বারবার গুনাহে ফিরিয়ে নেয়, সেটি বন্ধ করুন। যে অ্যাপটি একান্ত সময়ে দুর্বল করে, সরিয়ে দিন। যার টাকা বা অধিকার বাকি, ফেরত দেওয়ার কাজ শুরু করুন। যে সালাতটি নষ্ট হচ্ছে, অন্তত পরবর্তী ওয়াক্তটি যেকোনো মূল্যে সময়মতো পড়ুন। তারপর আল্লাহর সামনে দাঁড়িয়ে খুব সাধারণ ভাষায় বলুন: “হে আল্লাহ, আমি দুর্বল। আমি আবারও পড়ে যেতে পারি। কিন্তু আমি আপনার কাছ থেকে পালিয়ে থাকতে চাই না। আমাকে ফিরিয়ে নিন।”

আপনাকে আগে শক্তিশালী হয়ে আল্লাহর কাছে যেতে হবে না। আল্লাহর কাছে গেলেই শক্তি পাওয়ার আশা তৈরি হয়। আজ নিজের কাছে প্রশ্ন করুন, যে গুনাহটি “একদিন” ছাড়ব বলছি, কথাটি কতদিন ধরে বলছি? আমি তাওবার অপেক্ষায় আছি, নাকি এমন একটি সুবিধাজনক সময়ের অপেক্ষায় আছি, যা হয়তো কখনোই আসবে না? আজ মৃত্যু হলে কোন কাজটির জন্য সবচেয়ে বেশি বলতাম, “আরেকটু সময় পেলে ঠিক করে নিতাম”? তাহলে সেই কাজটি আজই কেন শুরু করছি না? “একদিন বদলে যাব” একটি আশা। “আজ থেকেই ফিরছি” একটি সিদ্ধান্ত।

তাওবার জন্য এমন একটি আগামীকালের অপেক্ষা করবেন না, যেটি আপনার জীবনে নাও আসতে পারে। আজ আপনি বেঁচে আছেন, আজ অন্তরে অনুশোচনা আছে, আজ আল্লাহর কথা মনে পড়েছে। সম্ভবত আজই সেই “একদিন”, যার জন্য এতদিন অপেক্ষা করছিলেন।

হে আল্লাহ, তাওবাকে পিছিয়ে দিয়ে আমাদের অন্তরকে কঠিন হতে দেবেন না। গুনাহকে চিনতে, তা ছেড়ে দিতে এবং আপনার দিকে সত্যিকারভাবে ফিরে আসতে সাহায্য করুন। আগামীকালের মিথ্যা আশায় নয়, আজকের সুযোগে আপনার ক্ষমা চাওয়ার তাওফিক দিন। পড়ে গেলে আবার উঠতে এবং কখনো আপনার রহমত থেকে নিরাশ না হতে সাহায্য করুন। আমিন।

১. তাওবার ইচ্ছা তাওবা নয়, ফিরে আসার পদক্ষেপই তাওবা।

২. গুনাহ বড় হতে পারে, আল্লাহর রহমতের চেয়ে বড় নয়।

৩. আগামীকাল নিশ্চিত নয়; কিন্তু আজকের দরজা এখনো খোলা।

৪. “পরে” নয়, পরবর্তী সঠিক কাজটি এখনই করুন।

৫. সম্ভবত আজই সেই “একদিন”, যার অপেক্ষায় ছিলেন।

🌿 আজকের তাওবার ৫টি পদক্ষেপ

১. যে গুনাহটি ছাড়তে চাই, সেটির নাম নিজের কাছে স্পষ্ট করব।

২. গুনাহে পৌঁছানোর একটি দরজা আজই বন্ধ করব।

৩. আন্তরিকভাবে আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাইব।

৪. মানুষের হক থাকলে ফিরিয়ে দেওয়ার উদ্যোগ নেব।

৫. “কাল থেকে” নয়, পরবর্তী সঠিক কাজটি এখনই করব।

অধ্যায় ০৯

বারবার গুনাহ করে তাওবা থেকে নিরাশ হওয়া

মূল প্রকাশনা · সূত্রতালিকা

আপনি আগেও তাওবা করেছিলেন। খুব কেঁদেছিলেন, ফোন থেকে সবকিছু মুছে ফেলেছিলেন, নিজের কাছে প্রতিজ্ঞা করেছিলেন, “আর কখনো না।” কিছুদিন সত্যিই ভালো ছিলেন। তারপর এক দুর্বল মুহূর্তে আবার সেই একই গুনাহ হয়ে গেল।

এবার আগের মতো কান্না আসছে না। বরং নিজের ওপর রাগ হচ্ছে। মনে হচ্ছে, “আমার তাওবার কোনো মূল্য নেই। আমি শুধু আল্লাহর সঙ্গে প্রতিজ্ঞা ভাঙি। আমার মতো মানুষকে হয়তো আর ক্ষমা করা হবে না।” এরপর আপনি নামাজে দাঁড়াতেও লজ্জা পান, দোয়া করতে সংকোচ হয়, কুরআন খুললে মনে হয়, “এগুলো ভালো মানুষের জন্য, আমার জন্য নয়।” ভাই, এখানেই আরেকটি বড় বিপদ শুরু হয়। গুনাহ আপনাকে একবার আল্লাহ থেকে দূরে নিয়েছিল। হতাশা যেন দ্বিতীয়বার আরও দূরে না নেয়।

শয়তান প্রথমে গুনাহকে ছোট করে দেখায়, “একবার করলে কী হবে?” গুনাহ হয়ে যাওয়ার পর সে উল্টো কথা বলে, “তোমার গুনাহ এত বড়, এখন আর ফিরে লাভ নেই।” প্রথম কথাটি যেমন মিথ্যা, দ্বিতীয় কথাটিও তেমন মিথ্যা। আল্লাহ কাদের তাঁর রহমত থেকে নিরাশ হতে নিষেধ করেছেন?

যারা কখনো গুনাহ করেনি, শুধু তাদের নয়। আল্লাহ তাঁদের সম্বোধন করেছেন, যারা নিজেদের ওপর সীমালঙ্ঘন করেছে। তিনি বলেন: “হে আমার বান্দারা, যারা নিজেদের ওপর সীমালঙ্ঘন করেছ! তোমরা আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হয়ো না। নিশ্চয়ই আল্লাহ সমস্ত গুনাহ ক্ষমা করেন।” সূরা আয যুমার, ৩৯:৫৩ (আয়াতের অংশের ভাবার্থ) খেয়াল করুন, গুনাহ করার পরও আল্লাহ বলেছেন, “আমার বান্দারা।”

গুনাহের পর হতাশ হয়ে আল্লাহ থেকে দূরে থাকবেন না। তাঁর দিকে আন্তরিকভাবে ফিরে আসুন। পরের আয়াতেই রবের দিকে ফিরে আসা ও তাঁর আনুগত্য করার আহ্বান রয়েছে। তাই ক্ষমার এই আশ্বাসকে তাওবা ছাড়াই গুনাহ চালিয়ে যাওয়ার অনুমতি ভাবা যাবে না। (সূরা আয যুমার, ৩৯:৫৪; ভাবার্থ।) আপনার গুনাহকে ছোট ভাবা যাবে না। কিন্তু নিজের গুনাহকে আল্লাহর ক্ষমার চেয়েও বড় ভাবাও ঠিক নয়। “কিন্তু আমি তো একই গুনাহ বারবার করি”

হয়তো এটিই আপনার সবচেয়ে বড় কষ্ট। আপনি নতুন কোনো গুনাহে পড়েননি; একই জায়গায় বারবার হেরে যাচ্ছেন। তাই মনে হচ্ছে, আগের তাওবাগুলো বুঝি মিথ্যা ছিল। কিন্তু প্রতিবার তাওবার সময় আপনি যদি সত্যিই অনুতপ্ত হয়ে থাকেন, গুনাহটি ছেড়ে দিয়ে থাকেন এবং আবার না করার দৃঢ় সংকল্প করে থাকেন, পরে দুর্বল হয়ে পড়ে যাওয়া আগের আন্তরিক তাওবাকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে মিথ্যা বানিয়ে দেয় না। নতুন গুনাহের জন্য নতুন করে তাওবা করতে হবে।

সহিহ মুসলিম, ২৭৫৮a-এর হাদিসে এমন এক বান্দার কথা এসেছে, যে গুনাহ করে আল্লাহর কাছে ক্ষমা চেয়েছে, পরে আবার গুনাহ করে আবারও ক্ষমা চেয়েছে। আল্লাহ বলেছেন, আমার বান্দা জেনেছে যে তার এমন একজন রব আছেন, যিনি গুনাহ ক্ষমা করেন এবং গুনাহের হিসাবও নেন। সংকলনের সংশ্লিষ্ট অধ্যায়ের শিরোনামেও গুনাহ ও তাওবা বারবার হলেও তাওবা কবুল হওয়ার কথা বলা হয়েছে; এটি অধ্যায় শিরোনাম, হাদিসের সরাসরি বাক্য নয়।

এর অর্থ এই নয় যে কেউ নিশ্চিন্তে গুনাহ করে বলবে, “পরে তাওবা করে নেব।” বরং এর অর্থ হলো, যে মানুষ সত্যিই লড়ছে, পড়ে গেলে অনুতপ্ত হচ্ছে এবং আবার ফিরছে, তার জন্য আল্লাহর দরজা বন্ধ নয়। একই গুনাহে আবার পড়েছেন বলে তাওবা বন্ধ করবেন না। বরং এবার তাওবার সঙ্গে পথটাও বদলান।

আপনার লজ্জা কোন দিকে নিয়ে যাচ্ছে?

গুনাহের পর লজ্জা ভালো, যদি সেই লজ্জা আপনাকে আল্লাহর সামনে মাথা নত করায়। কিন্তু যে লজ্জা বলে, “এখন আর নামাজ পড়ো না, দোয়া কোরো না, আল্লাহর কাছে যেও না”, সেটি আপনাকে শুদ্ধ করছে না; বরং আরও বিচ্ছিন্ন করছে।

একটি শিশু ভুল করে মায়ের কাছ থেকে পালিয়ে গেলে নিরাপদ হয় না। নিরাপদ হয় ফিরে এলে। তেমনি আপনি গুনাহ করেছেন বলে আল্লাহর স্মরণ, সালাত ও দোয়া ছেড়ে দিলে চিকিৎসা থেকে আরও দূরে সরে যাবেন। গুনাহের লজ্জায় সালাত থেকে সরে যাবেন না। সালাতের জন্য প্রয়োজনীয় পবিত্রতা অর্জন করে দাঁড়ান। মুখে কথা না এলেও আল্লাহকে ডাকুন: “হে আল্লাহ, আমি আবারও হেরে গেছি। কিন্তু আপনার দরজা ছাড়া আমার আর কোনো দরজা নেই।”

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, মরুভূমিতে হারিয়ে যাওয়া বাহন ফিরে পেলে একজন মানুষ যতটা আনন্দিত হয়, বান্দার তাওবায় আল্লাহ তার চেয়েও বেশি আনন্দিত হন। (সহিহ মুসলিম, ২৭৪৭a; মর্মানুবাদ।) আপনি হয়তো নিজের ফিরে আসাকে বিরক্তিকর পুনরাবৃত্তি মনে করছেন। অথচ আল্লাহর কাছে আন্তরিক প্রত্যাবর্তন প্রিয়।

শুধু ক্ষমা চাইলে হবে, নাকি কিছু বদলাতেও হবে?

বারবার একই গুনাহ হয়ে গেলে শুধু “আমি দুর্বল” বললেই যথেষ্ট নয়। বুঝতে হবে, আপনি কোন পথে গিয়ে বারবার সেখানে পৌঁছাচ্ছেন। রাতে একা থাকলে কি দুর্বল হন? নির্দিষ্ট অ্যাপ খুললেই কি শুরু হয়? কোনো মানুষের সঙ্গে যোগাযোগ আপনাকে সীমা ভাঙায়? রাগ, একাকিত্ব, হতাশা বা চাপের পরে কি গুনাহটি হয়? নাকি আপনার চারপাশের ব্যবস্থা এমন যে, গুনাহটি থেকে দূরে থাকা প্রায় অসম্ভব?

তাওবার পরও যদি একই নম্বর, একই অ্যাকাউন্ট, একই গোপন সুযোগ, একই রাতজাগা রুটিন ও একই পরিবেশ রেখে দেন, তাহলে শুধু ইচ্ছাশক্তির ওপর যুদ্ধটি ছেড়ে দেওয়া হচ্ছে। এবার নিজেকে শুধু বলবেন না, “আর করব না।” বরং জিজ্ঞেস করুন: “কী করলে আমি আবার সেখানে পৌঁছে যাই?”

তারপর একটি বাস্তব দরজা বন্ধ করুন। অ্যাপ মুছুন, যোগাযোগ বন্ধ করুন, রাতে ফোন দূরে রাখুন, একা থাকার সময় বদলান, প্রয়োজন হলে বিশ্বস্ত কাউকে জবাবদিহির সঙ্গী করুন। গুনাহের সঙ্গে মানুষের হক জড়িত থাকলে ক্ষমা চাওয়ার পাশাপাশি অধিকারও ফিরিয়ে দিন। “আমি তাওবা করি, আবার ভাঙি, আমি কি ভণ্ড?”

নিজেকে এভাবে চূড়ান্ত রায় দেবেন না। দ্বিমুখী জীবন নিয়ে নিশ্চিন্ত থাকা এক বিষয়; নিজের দুর্বলতায় কষ্ট পাওয়া, গুনাহকে ঘৃণা করা এবং বারবার বের হওয়ার চেষ্টা করা আরেক বিষয়। আল্লাহ মুত্তাকিদের সম্পর্কে বলেছেন, তারা ভুল করলে আল্লাহকে স্মরণ করে, ক্ষমা চায় এবং জেনেশুনে গুনাহের ওপর অটল থাকে না। (সূরা আলে ইমরান, ৩:১৩৫; ভাবার্থ।) আয়াতটি তাদের ভুলহীন বলেনি; বরং ভুলের পর তাদের ফিরে আসার কথা বলেছে।

তবে “আমি তো পরে তাওবা করব” ভেবে ইচ্ছাকৃতভাবে গুনাহ চালিয়ে যাওয়া এবং সত্যিই গুনাহ ছাড়তে চেয়েও দুর্বলতায় পড়ে যাওয়া এক নয়। নিজের অন্তরের অবস্থা আল্লাহ সবচেয়ে ভালো জানেন। তাই আত্মপ্রবঞ্চনা নয়, আবার অযথা হতাশাও নয়, সৎভাবে ফিরে আসুন। আজ নিজের কাছে সত্যি করে বলুন

আপনি কি গুনাহের চেয়ে এখন নিজের হতাশাকেই বেশি আঁকড়ে ধরেছেন? আপনি কি আল্লাহর ক্ষমা চান, নাকি নিজেকেই শাস্তি দিতে গিয়ে ইবাদত ছেড়ে দিয়েছেন? আপনি কি ভাবছেন, আগে পুরোপুরি ভালো মানুষ হব, তারপর আল্লাহর কাছে ফিরব? ভালো হয়ে আল্লাহর কাছে ফিরতে হয় না। আল্লাহর কাছে ফিরতে ফিরতেই মানুষ ভালো হয়।

আজ হয়তো আপনি আবার পড়ে গেছেন। কিন্তু আপনার গল্প এখানেই শেষ হতে হবে, এমন কোনো কথা নেই। পড়ে যাওয়াটি আপনার পরিচয় নয়; পড়ে থাকার সিদ্ধান্তটিই বিপদ। তাই দেরি না করে তাওবা করুন। পবিত্রতা অর্জন করে দুই রাকাত সালাত ও ক্ষমা প্রার্থনার কথাও হাদিসে এসেছে। (সুনান আবু দাউদ, ১৫২১।) সালাতের অপেক্ষায় তাওবা পিছিয়ে দেবেন না। এবার আগের চেয়ে একটু বেশি সতর্ক হয়ে গুনাহের দরজাটি বন্ধ করুন। কাল আবার দুর্বল হলে আবার ফিরুন, কিন্তু কখনো আল্লাহর রহমত থেকে পালিয়ে যাবেন না। বারবার গুনাহ করা ভয়ংকর। কিন্তু বারবার ফিরে আসার দরজা বন্ধ নয়।

হে আল্লাহ, আমাদের গুনাহকে ছোট মনে করা থেকে রক্ষা করুন এবং আপনার রহমত থেকে নিরাশ হওয়া থেকেও বাঁচান। পড়ে গেলে দ্রুত ফিরে আসার তাওফিক দিন। শুধু মুখে ক্ষমা চাওয়া নয়, গুনাহের পথগুলো বন্ধ করার শক্তি দিন। আমাদের লজ্জাকে আপনার কাছ থেকে পালানোর কারণ নয়, আপনার সামনে ভেঙে পড়ার মাধ্যম বানিয়ে দিন। আমিন।

১. পড়ে গেছেন বলে পড়ে থাকবেন না।

২. গুনাহকে ছোট ভাববেন না, আল্লাহর রহমতকেও ছোট ভাববেন না।

৩. একই ভুল আবার হয়েছে, তাই আবারও তাওবা করুন।

৪. লজ্জা আপনাকে আল্লাহর কাছে নিক, দূরে নয়।

৫. ভালো হয়ে ফিরবেন না; ফিরতে ফিরতেই ভালো হবেন।

🌿 আবার পড়ে গেলে ৫টি কাজ

১. হতাশ হয়ে সালাত ও দোয়া ছেড়ে দেবেন না।

২. নতুন করে আন্তরিক তাওবা করুন।

৩. কেন আবার গুনাহ হলো, সেই দরজাটি শনাক্ত করুন।

৪. অন্তত একটি বাস্তব কারণ আজই বন্ধ করুন।

৫. নিজের গুনাহ নয়, আল্লাহর রহমতের ওপর ভরসা রাখুন।

অধ্যায় ১০

গুনাহ ছেড়েও তার পথ খোলা রাখা

মূল প্রকাশনা · সূত্রতালিকা

আপনি তাওবা করেছেন। কেঁদেছেন, ক্ষমা চেয়েছেন এবং সত্যিই ঠিক করেছেন, আর ফিরে যাবেন না। কিন্তু নম্বরটি এখনো ফোনে আছে, পুরোনো চ্যাটগুলো আর্কাইভে রাখা, অ্যাপটি মুছে আবার ইনস্টল করা যায়, গোপন অ্যাকাউন্টটিও বন্ধ হয়নি। যে মানুষ, সময়, পরিবেশ কিংবা একাকিত্ব আপনাকে বারবার গুনাহে নিয়ে যেত, সবকিছু আগের জায়গাতেই আছে। শুধু আপনি নিজেকে বলছেন: “আমি এখন অনেক শক্ত।” “কথা বলব না, নম্বরটা থাকলে কী হবে?” “ছবিগুলো দেখব না, শুধু রেখে দিয়েছি।” “ওই জায়গায় গেলেও এবার নিজেকে সামলে নেব।”

কিন্তু একটু নিজের সঙ্গে সৎ হোন। আপনি কি সত্যিই দরজাটি বন্ধ করেছেন, নাকি শুধু দরজার সামনে দাঁড়িয়ে নিজেকে বুঝিয়েছেন, ভেতরে আর প্রবেশ করবেন না? গুনাহ ছেড়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, কিন্তু গুনাহে ফেরার রাস্তা কি এখনো পরিষ্কার রেখেছেন?

অনেক সময় আমরা গুনাহ ছাড়তে চাই, কিন্তু তার সঙ্গে জড়িয়ে থাকা পরিচিত অনুভূতি, স্মৃতি ও সুযোগগুলো ছাড়তে চাই না। সম্পর্ক শেষ করতে চাই, কিন্তু মাঝে মাঝে খোঁজ নেওয়ার অধিকার রাখতে চাই। হারাম কিছু দেখা বন্ধ করতে চাই, কিন্তু সেই অ্যাপ ও একাকী রাতের রুটিন বদলাতে চাই না। অসৎ আয় ছাড়তে চাই, কিন্তু আগের মানুষ ও লেনদেনের পথগুলো পুরোপুরি বন্ধ করতে ভয় পাই।

আমরা চাই গুনাহ চলে যাক, কিন্তু গুনাহের দরজাটি “প্রয়োজনে” খোলার মতো থাকুক। এখানেই তাওবার পর ফিরে যাওয়ার বড় ঝুঁকি তৈরি হয়।

শয়তান সাধারণত এক লাফে ফিরিয়ে নেয় না

আল্লাহ তাআলা শুধু শয়তানকে অনুসরণ করতে নিষেধ করেননি; শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করতেও নিষেধ করেছেন। (সূরা আন নূর, ২৪:২১; সূরা আল বাকারা, ২:১৬৮; ভাবার্থ।) অর্থাৎ বিপদ অনেক সময় একটি বড় সিদ্ধান্ত দিয়ে শুরু হয় না, ছোট ছোট পদক্ষেপ দিয়ে শুরু হয়। একটি প্রোফাইল দেখা, পুরোনো একটি চ্যাট পড়া, “শেষবারের মতো” কথা বলা, আগের জায়গায় আবার যাওয়া কিংবা এমন কনটেন্ট দেখা, যা ধীরে ধীরে অন্তরকে দুর্বল করে।

প্রথম পদক্ষেপটিকে নিরীহ মনে হয়। মনে হয়, “আমি তো গুনাহ করছি না।” কিন্তু সেই ছোট পদক্ষেপটি পুরোনো অনুভূতি জাগিয়ে তোলে, এরপর আরেকটি পদক্ষেপ সহজ হয়। এভাবে মানুষ হঠাৎ করে নয়, ধীরে ধীরে সেই জায়গায় ফিরে যায়, যেখান থেকে বের হওয়ার জন্য একসময় অনেক কেঁদেছিল। তাই নিজেকে শুধু জিজ্ঞেস করবেন না, “আমি কি এখন গুনাহ করছি?” আরও একটি প্রশ্ন করুন: “আমি কি আবার সেই গুনাহের দিকে হাঁটা শুরু করেছি?”

তাওবার সঙ্গে পরিবেশ কেন বদলাতে হয়?

রাসূলুল্লাহ ﷺ এক ব্যক্তির ঘটনা বলেছেন, যে একশ মানুষকে হত্যা করার পর তাওবার পথ খুঁজছিল। একজন জ্ঞানী ব্যক্তি তাকে শুধু অনুতপ্ত হতে বলেননি; তাকে খারাপ পরিবেশ ছেড়ে এমন একটি জনপদে যেতে বলেছিলেন, যেখানে সৎ মানুষ আল্লাহর ইবাদত করে। তাকে আগের জায়গায় ফিরে না যাওয়ার নির্দেশও দেওয়া হয়েছিল। (সহিহ মুসলিম, ২৭৬৬a; ঘটনার সারাংশ।)

ঘটনাটি খুব গভীর একটি শিক্ষা দেয়, সত্যিকার পরিবর্তনে শুধু অন্তরের সিদ্ধান্ত নয়, পরিবেশের পরিবর্তনও প্রয়োজন হতে পারে। যে জায়গা, সম্পর্ক ও অভ্যাস মানুষকে গুনাহে টানে, সেগুলো অক্ষত রেখে শুধু নিজের ইচ্ছাশক্তির ওপর ভরসা করা সবসময় যথেষ্ট নয়।

আপনি হয়তো সেই ব্যক্তির মতো বড় কোনো অপরাধ করেননি। কিন্তু নীতিটি আপনার জীবনেও প্রযোজ্য হতে পারে। যে বন্ধুর সঙ্গে থাকলে গীবত শুরু হয়, যে গ্রুপে থাকলে অশ্লীলতা স্বাভাবিক লাগে, যে ব্যবসায়িক মহলে প্রতারণাকে দক্ষতা মনে করা হয় কিংবা যে একান্ত রুটিনে আপনার চোখ ও অন্তর বারবার হারাম দিকে যায়, এসবের প্রভাবকে ছোট ভাববেন না।

রাসূলুল্লাহ ﷺ ভালো ও খারাপ সঙ্গীর প্রভাবকে সুগন্ধি বিক্রেতা ও কামারের হাপরের সঙ্গে তুলনা করেছেন। ভালো সঙ্গ থেকে কল্যাণ বা সুন্দর প্রভাব পাওয়া যায়; খারাপ সঙ্গ ক্ষতি করতে পারে কিংবা অন্তত তার দুর্গন্ধ সঙ্গে লেগে যায়। (সহিহ বুখারি, ৫৫৩৪; মর্মানুবাদ।) “সবকিছু ছেড়ে দিলে সে ভাববে আমি দুর্বল”

কখনো আমরা পুরোনো পথ বন্ধ করি না, কারণ মনে হয় এতে মানুষ ভাববে, আমি ভয় পেয়েছি, দুর্বল হয়ে গেছি বা এখনো নিজেকে বিশ্বাস করতে পারছি না। কিন্তু যে মানুষ নিজের দুর্বলতা চিনে নিরাপদ দূরত্ব তৈরি করে, সে দুর্বল নয়। বরং সে নিজের অন্তর সম্পর্কে সৎ। আপনি জানেন কোন জায়গায় গেলে পা পিছলে যায়, তাই সেই পথ এড়িয়ে চলছেন, এটি কাপুরুষতা নয়; এটি আত্মরক্ষা।

বন্যার পানি নেমে গেছে বলে ভাঙা সেতুর ওপর দিয়ে হাঁটা বুদ্ধিমানের কাজ নয়। আগুন নিভে গেছে বলে জ্বলন্ত কয়লা হাতে নেওয়াও সাহস নয়। তেমনি কিছুদিন ভালো থাকার পর আবার পুরোনো পরীক্ষা নিজের সামনে এনে বলা, “দেখি, এবার নিজেকে সামলাতে পারি কি না”, এটি প্রয়োজনীয় পরীক্ষা নয়।

দ্বীন আপনাকে নিজের ঈমানের শক্তি প্রমাণ করার জন্য গুনাহের কাছে দাঁড়িয়ে থাকতে বলে না। বরং যে পথ বিপজ্জনক, তা থেকে দূরে থাকার শিক্ষা দেয়। আপনার জীবনে কোন দরজাটি এখনো খোলা? হয়তো আপনি একটি হারাম সম্পর্ক থেকে বের হয়েছেন, কিন্তু মানুষের প্রোফাইল নিয়মিত দেখেন। নিজেকে বলেন, “কথা তো বলছি না।” অথচ প্রতিবার দেখার পর পুরোনো অনুভূতি আবার জীবিত হয়।

হয়তো হারাম কনটেন্ট দেখা বন্ধ করেছেন, কিন্তু রাতে একা ফোন ব্যবহার, গোপন ব্রাউজার এবং আগের সব অ্যাপ রেখে দিয়েছেন। দুর্বল মুহূর্তে আপনার কাছে গুনাহটি এখনো কয়েকটি ক্লিকের দূরত্বে। হয়তো গীবত ছাড়তে চান, কিন্তু প্রতিদিন সেই আড্ডাতেই বসেন, যেখানে কারও অনুপস্থিতি মানেই তার আলোচনা। আপনি নিজে শুরু না করলেও ধীরে ধীরে অংশ নিয়ে ফেলেন।

হয়তো প্রতারণামূলক ব্যবসা ছেড়েছেন, কিন্তু আগের অসৎ অংশীদার ও গোপন হিসাবের ব্যবস্থা রেখে দিয়েছেন। মনে করছেন, “প্রয়োজন হলে ব্যবহার করব না।” কিন্তু প্রয়োজনের সময় নীতির চেয়ে সুবিধাই বড় হয়ে ওঠে।

হয়তো তাওবা করেছেন, কিন্তু গুনাহের ছবি, বার্তা, ফাইল ও স্মৃতিগুলো খুব যত্ন করে রেখে দিয়েছেন। আপনি সেগুলোকে শুধু তথ্য ভাবছেন; অথচ দুর্বল মুহূর্তে সেগুলোই পুরোনো দরজা খুলে দেওয়ার চাবি হতে পারে।

আজ নিজের ফোন, ঘর, বন্ধুত্ব, সময়ের রুটিন এবং একান্ত জীবন একটু দেখুন। কোন জিনিসটি আপনি জানেন যে আপনাকে দুর্বল করে, কিন্তু এখনো ছাড়তে পারেননি?

তাওবার পর পাঁচটি দরজা বন্ধ করুন

১. প্রবেশের দরজা বন্ধ করুন। যে অ্যাপ, অ্যাকাউন্ট, নম্বর, ওয়েবসাইট বা জায়গা সরাসরি গুনাহে নিয়ে যায়, তা সরিয়ে দিন। শুধু “ব্যবহার করব না” বলার চেয়ে প্রবেশ কঠিন করে দিন।

২. স্মৃতির দরজা বন্ধ করুন। পুরোনো ছবি, চ্যাট বা ফাইল শুধু স্মৃতিকাতরতা নয়; এগুলো কখনো পুরোনো অনুভূতি ফিরিয়ে আনে। প্রয়োজনহীন জিনিসগুলো মুছে দিন। মানুষের অধিকার বা আইনি প্রমাণ জড়িত থাকলে অবশ্যই দায়িত্বশীলভাবে আলাদা সিদ্ধান্ত নিতে হবে।

৩. পরিবেশের দরজা বদলান। একই পরিবেশে বারবার হেরে গেলে শুধু ইচ্ছাশক্তিকে দোষ দেবেন না। সময়, স্থান, বন্ধু কিংবা দৈনিক রুটিনে পরিবর্তন আনুন।

৪. একাকিত্বের দরজা নিয়ন্ত্রণ করুন। যে সময়টিতে সবচেয়ে বেশি দুর্বল হন, তখন একা থাকা, ফোন ব্যবহার কিংবা ইন্টারনেট ব্যবহারের পদ্ধতি বদলান। প্রয়োজনে বিশ্বস্ত কারও কাছে জবাবদিহির ব্যবস্থা রাখুন।

৫. ভালো পথটি খোলা রাখুন। শুধু গুনাহের জায়গা খালি করলে পুরোনো অভ্যাস ফিরে আসতে পারে। সেই জায়গায় কুরআন, শরীরচর্চা, উপকারী কাজ, পরিবার, ভালো সঙ্গ কিংবা গোপন নেক আমল বসান।

তাওবা শুধু “না” বলার নাম নয়। তাওবা হলো খারাপ পথ বন্ধ করে ভালো পথের দিকে হাঁটা।

আবার ফিরে গেলে কী করবেন?

কখনো সব ব্যবস্থা নেওয়ার পরও মানুষ দুর্বল হয়ে পড়ে যেতে পারে। তখন হতাশ হয়ে বলবেন না, “সব চেষ্টাই ব্যর্থ।” বরং দেখুন, কোন দরজাটি খোলা ছিল বা কোথায় নিরাপত্তা দুর্বল হয়েছে। আবার তাওবা করুন, ব্যবস্থা আরও শক্ত করুন এবং আল্লাহর কাছে সাহায্য চান।

লক্ষ্য হলো নিজেকে নিষ্পাপ মনে করা নয়। লক্ষ্য হলো নিজের দুর্বলতা জেনে আল্লাহর আনুগত্যের পথকে সহজ এবং গুনাহের পথকে কঠিন করে দেওয়া। আজ নিজের কাছে তিনটি প্রশ্ন রাখুন: যে গুনাহ থেকে তাওবা করেছি, তার কোন স্মৃতি এখনো লুকিয়ে রেখেছি? কোন মানুষ, অ্যাপ বা পরিবেশ আমাকে আবার আগের দিকে টেনে নিতে পারে? আমি কি সত্যিই দরজা বন্ধ করেছি, নাকি শুধু কিছুদিন প্রবেশ করিনি? গুনাহ থেকে বের হওয়া তাওবার শুরু। ফিরে যাওয়ার পথ বন্ধ করা তাওবাকে রক্ষা করার চেষ্টা।

হে আল্লাহ, যে গুনাহ থেকে ফিরে এসেছি, তার দিকে নিয়ে যাওয়া পথগুলো চিনতে সাহায্য করুন। দুর্বলতার জায়গায় অহংকার নয়, সতর্কতা দিন। খারাপ সঙ্গ, ক্ষতিকর পরিবেশ ও গোপন সুযোগ থেকে আমাদের দূরে রাখুন। আমাদের তাওবাকে আন্তরিক করুন এবং আবার ফিরে যাওয়ার দরজাগুলো বন্ধ করার শক্তি দিন। আমিন।

১. গুনাহ ছাড়ার পর তার দরজাটিও বন্ধ করুন।

২. “শুধু একবার দেখব”, ফিরে যাওয়ার প্রথম পদক্ষেপ হতে পারে।

৩. নিজের দুর্বলতা চিনে দূরে থাকা দুর্বলতা নয়।

৪. শুধু ইচ্ছা নয়, পরিবেশও বদলাতে হয়।

৫. তাওবা রক্ষা করতে গুনাহের পথ কঠিন করুন।

🌿 আজই যাচাই করুন

১. পুরোনো কোনো নম্বর বা চ্যাট এখনো রাখা আছে?

২. দুর্বল করে এমন অ্যাপ বা অ্যাকাউন্ট খোলা আছে?

৩. খারাপ সঙ্গ বা পরিবেশ আগের মতোই আছে?

৪. একান্ত সময়ের নিরাপত্তা বদলেছেন?

৫. গুনাহের জায়গায় ভালো কোনো অভ্যাস বসিয়েছেন?

আলহামদুলিল্লাহ, “আমল নষ্টের কারণ” সিরিজের ১০টি পর্ব এখানেই শেষ হলো। এই সিরিজের উদ্দেশ্য অন্যের আমল বিচার করা ছিল না; নিজের নিয়ত, আচরণ এবং গোপন জীবনকে নতুন করে দেখা ছিল। আল্লাহ আমাদের শুধু নেক আমল করার নয়, সেই আমলকে শেষ পর্যন্ত রক্ষা করারও তাওফিক দিন। আমিন।

মূল সূত্র ও নোট

কুরআন ও হাদিসের বাংলা অংশ মর্মানুবাদ বা ভাবার্থ হিসেবে পড়তে হবে। এটি প্রকাশনার চূড়ান্ত অনুমোদন নয়।
কুরআন ও হাদিসের বাংলা অংশ মূল লেখার ভাবার্থ বা মর্মানুবাদ। নির্দিষ্ট প্রকাশিত গ্রেডিংয়ের পরিচয় রাখা হয়েছে; এটি নতুন সনদ যাচাই বা সব মুহাদ্দিসের অভিন্ন সিদ্ধান্তের দাবি নয়। স্বাধীন যোগ্য আলেমের আনুষ্ঠানিক অনুমোদন এখনো নেওয়া হয়নি।

অধ্যায় ১

সূরা আল মাউন ১০৭:৪ থেকে ৬

সূরা আল বাইয়্যিনাহ ৯৮:৫

সহিহ মুসলিম ২৯৮৫

মুসনাদ আহমাদ ২৩৬৩০; হাসান: HadeethEnc

অধ্যায় ২

সূরা আন নাজম ৫৩:৩২, আয়াতের অংশ

সূরা আত তাওবা ৯:২৫

সহিহ বুখারি ৫৬৭৩

অধ্যায় ৩

সূরা আল বাকারা ২:২৬২ থেকে ২৬৪

সহিহ মুসলিম ১০৬a

অধ্যায় ৪

সূরা আল বাকারা ২:২৬৭, আয়াতের অংশ

সহিহ মুসলিম ১০১৫

অন্যের সম্পদের অধিকার, সূরা আন নিসা ৪:২৯

অধ্যায় ৫

সূরা আন নিসা ৪:২৯, আয়াতের অংশ

সূরা আল বাকারা ২:১৮৮

সহিহ মুসলিম ২৫৮১

সহিহ বুখারি ২৪৪৯

অধ্যায় ৬

সহিহ বুখারি ৬৫০২

সূরা আন নিসা ৪:১০৩, আয়াতের অংশ

সূরা আল বাকারা ২:২৩৮

জামি‘ আত তিরমিযি ৪১৩

অধ্যায় ৭

সূরা আল মুলক ৬৭:১৩

সুনান ইবন মাজাহ ৪২৪৫; হাসান: Darussalam

সূরা আল মুতাফফিফীন ৮৩:১৪

জামি‘ আত তিরমিযি ৩৩৩৪

সহিহ বুখারি ৬০৬৯

সূরা আয যুমার ৩৯:৫৩ ও ৩৯:৫৪

সহিহ মুসলিম ২৭৫৯a

অধ্যায় ৮

সূরা আলে ইমরান ৩:১৩৫

সূরা আন নিসা ৪:১৭ ও ৪:১৮

জামি‘ আত তিরমিযি ৩৫৩৭; হাসান: Darussalam

সূরা আয যুমার ৩৯:৫৩ ও ৩৯:৫৪

ইমাম নববীর রিয়াদুস সালিহীনের তাওবা অধ্যায়ের ভূমিকা, ব্যাখ্যাগ্রন্থে উদ্ধৃত মূল পাঠ

এটি ইমাম নববীর ভূমিকার সারাংশ; সরাসরি নববী হাদিস নয়।

অধ্যায় ৯

সূরা আয যুমার ৩৯:৫৩ ও ৩৯:৫৪

সহিহ মুসলিম ২৭৫৮a

সহিহ মুসলিম ২৭৪৭a

সূরা আলে ইমরান ৩:১৩৫

সুনান আবু দাউদ ১৫২১; সহিহ: আলবানী

অধ্যায় ১০

সূরা আন নূর ২৪:২১

সূরা আল বাকারা ২:১৬৮

সহিহ মুসলিম ২৭৬৬a

সহিহ বুখারি ৫৫৩৪